CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-145 ■ 3 March, 2025 ■ আগরতলা ৩ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে কেলেঙ্কারি

তদন্ত সাপেক্ষ, সত্য হলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায়ের বিষয়টি ভালো চোখে দেখা হয়নি। বিষয়টি এখনো তদন্তসাপেক্ষ। যদি সত্যি এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোনভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। বিষয়টি যথাযথ তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

উল্লেখ্য ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এর বিরুদ্ধে প্রায় এক কোটি টাকার মতো অর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মেডিকেল কলেজের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার নাম করে আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী গোটা বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে থাকলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে খুব অল্প সময়ে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন। এখন রাজ্যেই মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে পারছেন। আজ আগরতলার টি বি অ্যাসোসিয়েশন হলে ত্রিপুরা রিটায়ার্ড ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ২০তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানুষ ও সমাজের স্বার্থে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম। মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ও সমাজের কল্যাণে চিকিৎসকদের দায়বদ্ধতা বিরামহীন। তাই চিকিৎসকদের মর্যাদা মানুষের কাছে অনেক উর্দ্ধে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ভিত তৈরি করার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদেরও অনেক অবদান রয়েছে। করোনা পরিস্থিতি ও গত আগস্ট মাসের ভয়াবহ বন্যায় মানুষের কল্যাণে রাজ্যের চিকিৎসকরা সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা স্বরণীয় হয়ে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন চিকিৎসকদের এই সেবার মানসিকতা আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন এসেছে তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এজিএমসিতে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা, জিবিপি হাসপাতালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিট, বিভিন্ন জেলায় ট্রমা সেন্টার চালু স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন মাত্রা এনেছে। এইডস রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে চিকিৎসকদেরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রিটায়ার্ড ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ২০তম বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. দেবাশিষ নাথ। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন পদ্মশ্রী প্রফেসর ড. অরুণোদয় সাহা, ডা. বিকাশ রায় প্রমুখ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগাম নোটিশ ছাড়াই ভাঙল বাড়িঘর

প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ মার্চ।। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অগ্রীম নোটিশ না দিয়ে খোদ জেলাশাসক অফিসের পাশের তিন পরিবারের বাড়িঘর ভেঙ্গে দেওয়ায় তিনদিন ধরে গাছের নীচে বসবাস করছেন তিন পরিবারের এগারো জন সদস্যরা। প্রশাসনের এই অমানবিক কান্ডে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনা কৈলাসহরের গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় যে, কৈলাসহরের গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় ঊনকোটি জেলাশাসকের অফিসের একেবারে পাশেই সরকারি জায়গায় অস্থায়ী ঘর বানিয়ে দীর্ঘ সাত আট বছর ধরে তিন পরিবার বসবাস করছেন। ফিরোজ শেখ তার স্ত্রী সহ চারজন, কাদির আলী স্ত্রী সহ চার জন এবং স্বামী পরিত্যক্ত হাসান বেগম ছেলে মেয়ে সহ তিন জনকে নিয়ে তিন পরিবারের এগারো জন সদস্যরা তিনটি আলাদা আলাদাভাবে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে বসবাস করছিলেন। তিন পরিবারের পুরুষরা দিনমজুর করে এবং মহিলারা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেন। উনারা ভালো করেই জানতেন যে, সরকারি জায়গায় সারাজীবন থাকতে পারবেন না। যেকোনো দিন উনাদেরকে এখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে কিংবা এখান থেকে উনাদের চলে যেতে হবে। তাই উনারা স্থায়ী ঘর নির্মান না করে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে দীর্ঘ আট বছর ধরে বসবাস করছিলেন। কিন্তু, হঠাৎ করে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক একটি দল সাথে কৈলাসহর থানার পুলিশ এসে তিন পরিবারের বাড়ি ঘর ভেঙ্গে দেয়। বাড়ি ঘর ভেঙ্গে দেওয়ার সময় পরিবারের সদস্যরা বাঁধা দিলে তাদেরকে পুলিশ বেধড়কভাবে মারধোর করেছে বলেও অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বাড়িঘর ভেঙ্গে দেওয়ার পাশাপাশি ঘরের জিনিসপত্র সহ আসবাবপত্র ঢিলে ফেলে দেয় এবং ঘরের পাশে থাকা সব্জিক্ষেতও নষ্ট করে দিয়েছে বলেও জানান। এমতাবস্থায় অসহায় এই তিন পরিবারের সদস্যরা খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন তিনদিন ধরে। তাদের ঘরের পাশে থাকা জেলাশাসক অফিসের পরিত্যক্ত ডেমিজ কোয়ার্টারে আপাতত তাদের ঘরের জিনিসপত্র রেখেছেন বলেও উনারা জানান।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘর বাড়ি ভেংগে দেওয়ার সময় উনারা প্রশাসনের কর্তাদের অনেক অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, উনাদেরকে যেন একদিন কিংবা তিন চার ঘন্টার সময় দেওয়া হয়। তাহলে উনারা নিজেরাই নিজেদের জিনিসপত্র সরিয়ে নেবেন এবং বাড়ি ঘরও নিজেরাই ভেঙ্গে নেবেন। এতসব বলার পরও প্রশাসনের কর্তাবাবুরা তাদের নিজেদের মানবিক রুপ দেখাননি বলেও অভিযোগ। বাড়ি ঘর ছাড়া আশ্রয়হীন তিন পরিবার দাবী করেছেন অতি শীঘ্রই যেন প্রশাসন তাদেরকে যেকোনো কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

হোস্টেল পরিদর্শনে গিয়ে

পড়ুয়াদের কাছ থেকে নেশা সামগ্রী ও অস্ত্র উদ্ধার করলেন মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ মার্চ।। হোস্টেলের মধ্যে ছাত্রদের কাছ থেকে নেশাসামগ্রী এবং অস্ত্র সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে খোয়াই জেলাতে। হোস্টেলে থেকে বিদ্যালয়ে পড়াশোনারত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মান উন্নয়নে অন্তরারয়ের বিভিন্ন বিষয় ইতিমধ্যে বিভিন্ন হোস্টেল থেকে অভিযোগ উঠে আসছে। যা ছাত্রছাত্রীদের বিমূর পথে নিয়ে যাচ্ছে। এমনই দৃশ্য উঠে এলো খোয়াই মহকুমা রাজনগর একলব্য মডেল রেসিডেন্টাল বিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা কাছে খবর ছিল এই বিদ্যালয়ের হোস্টেলে হোস্টেলের নিয়ম-নীতি বহির্ভূত কিছু ছাত্র-ছাত্রী মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। তিনি খবরের স্বচ্ছতা যাচাই করার জন্য একলব্য মডেল রেসিডেন্টাল বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল পরিদর্শনে করেন। পরিদর্শনকালে হোস্টেলে একাধিক ছাত্রদের কাছ থেকে নেশাসামগ্রী সহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র উদ্ধার করেন। তার সঙ্গে অনেকগুলি মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন হোস্টেলের নিয়ম-নীতি বহির্ভূত জিনিস ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়। বর্তমান সরকার চাইছে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে। আর শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে।

কিন্তু বিগত কিছুদিন ধরে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার কাছে রাজ্যের বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ মার্চ।। বাড়ির সবাই গিয়েছিলেন কীর্তনে,আর সেই সময় বিধ্বংসী আগুন গ্রাস করে নেয় তাদের বসতঘর। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকারও বেশি বলে জানা গেছে। ঘটনা সাব্রুম মহকুমার বটতলা ৬২ কার্ড এলাকার সূত্রধর পাড়ায়।

সাব্রুম মহকুমার বটতলা ৬২ কার্ড এলাকার সূত্রধর পাড়ায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হলো এক গৃহস্থের বসতবাড়ি। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকারও বেশি বলে জানা গেছে স্থানীয় সূত্রে খবর, বটতলা ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুব্রত সূত্রধর ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন না। তাঁরা সবাই গৌড় নিতাই কীর্তন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্ট নামের ভুতদের রাজ্যে কোন জায়গা নেই ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ মার্চ।। কমিউনিস্টরা সমাজের মধ্যে জাতপাত,বিভাজনের মাধ্যমে রাজনীতি করার সব থেকে নিকৃষ্টতম সংস্থান। কমিউনিস্টরা যুবসমাজ এবং মহিলাদের বিনাশ করার যন্ত্র। তারা যুবাদের নিজের পায়ে কোনদিন দাঁড়াতে দেবে না। কোন মহিলাকে তার সংসার চালাতে দেবে না। কমিউনিস্ট নামের ভুতেদের ত্রিপুরায় কোন জায়গা নেই। রবিবার বিশাল মন্ডলের উদ্যোগে মন্ডল মহা অধিবেশনে এ কথা বলেন সাংসদ বিপ্লব দেব।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ান বিপ্লব দেব। তিনি বলেন, কমিউনিস্টরা ভুত। তাদের জন্য রাজ্যে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়া যাবে না। তারা ভারতে থেকে ভারতের সংবিধান মানে না। তারা তাদের দলের সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে চলে। তাই কমিউনিস্টদের অক্সিজেন যোগালে চলবে না। রাজ্য থেকে কমিউনিস্টদের মুছে ফেলার জন্য দলীয় নেতৃত্বদের এগিয়ে আসার আহ্বান করলেন সাংসদ বিপ্লব।

তিনি আরো বলেন, কমিউনিস্টদের অক্সিজেন দেয় বিজেপিই কিছু কার্য্যকর্তা। তাদের ভুলের কারণে কমিউনিস্ট অক্সিজেন পায়। সেই ভুলও করলে চলবে না। কারণ যারা বর্তমানে বিজেপির দলীয় দায়িত্বে রয়েছেন তাদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। যারা পূর্বতন কর্মী রয়েছেন তাদেরকে অখুশি করলে চলবে না। কারণ তারা অখুশি হলেই কমিউনিস্টরা অক্সিজেন পাবে। তাই দলীয় কর্মীদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর এই প্রথম বিশালগড় বিধানসভার লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতে নর্থইস্টের মধ্যে প্রথম কোন কৃত্রিম অঙ্গ তৈরীর করার কারখানা করা হবে। যেটা গোটা ত্রিপুরা বাসির কাছে এক বিশাল পাওনা। যেটা এর আগে কোন সরকার কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। উল্লেখ্য, দুপুর বারোটায় বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেবের বিধায়ক হিসেবে দুই বছরের উন্নয়ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারি, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ মার্চ।। সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপারের কার্য্যালয়ে বড়সড় আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ফাঁস হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তরা ২০১৮ সাল থেকে ২৯ লক্ষ ৪ হাজার ১৪২ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত।

পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৪ জন সরকারি কর্মচারী। উল্লেখ্য, ওই ৪ জনকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে তারা পুলিশ রিমান্ডে রয়েছেন।

এই আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তকারী অফিসার এবং বিশালগড়ের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত বলেন, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই মামলা দায়ের হয়। দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছিল। অবশেষে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, অভিযুক্তদের দ্বারা আত্মসাৎ করা টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, কারণ ওই টাকা খরচ হয়ে গেছে।

মধুপোকার আক্রমণে আহত স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। কাঠালিয়া ব্লকের নির্ভয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ড, জামিনী টিলায় মধু পোকার আক্রমণে একাধিক ব্যক্তি ও স্কুল পড়ুয়া ছাত্র আহত হয়েছে। রবিবার সকাল বেলায় ঘটে এ ঘটনা, যা এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই অঞ্চলের পাড়ায় এবং পথচারীদের মধ্যে মধু পোকাদের আক্রমণে আতঙ্ক দেখা যায়। বিশেষ করে দুটি বাসা থেকে শত শত মধু পোকার ঝাঁক বেরিয়ে এসে আশপাশের বাড়িঘর এবং রাস্তা পার হওয়া যানবাহন চালকদের উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে আহত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর পোশাক পরে ডাকাতি, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ডাকাত দলের আরও এক সক্রিয় সদস্যকে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার হয়েছে ধারালো অস্ত্র ও টিএসআর জোয়ানদের পোশাক। এ নিয়ে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে।

উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন গোবিন্দপুরে একটি ভয়ংকর ডাকাতি সংঘটিত হয়। ওই দিন রাতে একদল ডাকাত টিএসআর জোয়ানদের পোশাক পরিধান করে গৃহস্থের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ডাকাতি করে।

পুলিশ তদন্ত শুরু করলে গত বুধবার গভীর রাতে কাবিল হোসেন (২৮) এবং জমির উদ্দিন (৪২) নামে দুই ডাকাত সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বাড়ি কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ড এলাকায়।

চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এই ঘটনায় ৬/২৫ নাম্বারের বিএনএস ৩৩১(৪)/৩১০(২)/১১৭(২)/৩(৫) এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। চার দিন পর এই মামলায় জড়িত দুজন দূর্ধর্ষ ডাকাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ তাদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে গত শনিবার কাকভোরে আরও এক সদস্য বিলাল উদ্দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষিতে সাফল্যে জাতীয় পুরস্কার পেল কৃষক পিন্টু শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২ মার্চ।। একবার নয়, পর পর দু"বার কৃষিতে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সফল কৃষক পিন্টু শর্মা। দুই বছরের ব্যবধানে পর পর দু"বার কৃষিতে সফলতা অর্জন করে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন কৃষক পিন্টু শর্মা। সফল কৃষক পিন্টু শর্মা ২০২৪ সালে মিলেনিয়াম ফার্মার অব ইন্ডিয়া পুরস্কার লাভ করেন। কৃষক পিন্টু শর্মার কৃষি কাজে একাগ্রতা মহকুমার বহু কৃষক কৃষিতে উৎসাহিত হয়েছেন। কৃষক পিন্টু শর্মার বিভিন্ন ফসল যেমন, বর্ষা মৌসুমের তরমুজ, শীতকালীন বাধাকপি, ফুলকপি, সবুজ আলু, কুমড়া, টমেটো ইত্যাদি কমলপুরে সমাদৃত। এবছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কর্নাটকের হেসারঘাটায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হারটিকালচার রিসার্চ সেন্টার থেকে উদ্যান কৃষিতে দেশের মধ্যে সেরা কৃষক হিসাবে পুরস্কারে ভূষিত হন কমলপুরের গর্ব কৃষক পিন্টু শর্মা। উদ্যোগতা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হার্টিকালচার রিসার্চ। সারা দেশ থেকে মোট ৫ জন কৃষককে ওই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এর মধ্যে কৃষক পিন্টু শর্মা একজন। পুরস্কার লাভ করে সফল কৃষক পিন্টু শর্মা বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে কৃষি কাজে যুক্ত। মূলত ২০০৮ সালে কে ভি কে ধলাই এর সহযোগিতায় আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাতে অনুপ্রানিত হয়ে চাষাবাদ শুরু করেন। বিজ্ঞান পদ্ধতিতে চাষ করা স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠে।পরবর্তীতে কে ভি কে ধলাই এবং দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্ত্বাবধায়ক দপ্তরের সহযোগিতায় ভারত বর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ৩ মার্চ,২০২৫ ইং
১৮ ফাল্গুন, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ গঠনই হোক অঙ্গীকার

সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করিয়া তোলাই হোক অন্যতম ভাবনা। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে অগ্রসর করিলেও এখনো পর্যন্ত সমাজ হইতে নানা কুসংস্কার দূর করা সম্ভব হয় নাই। এর দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করিতে না পারিলে সমাজব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় নানা অনাচার ব্যভিচার সহ অঘটন ঘটিয়া চলে। সেই কারণেই সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা প্রয়োজন। সমাজের প্রতিটি মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করে বিজ্ঞানমনস্ক করিয়া তুলিতে পারিলে দেশ রাজ্য ও সমাজ ব্যবস্থা আরও একধাপ উন্নত হইবে। বিজ্ঞান প্রেক্ষাপট আলোচনা করিলে দেখা যায়, দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানীদের অবদানকে চিহ্নিত ও স্বীকৃতি দিতে প্রতি বছর ভারতে ”জাতীয় বিজ্ঞান দিবস” উদযাপিত হয়। ১৯২৮ সালে তিনি রামন এফেক্ট আবিষ্কার করেন । এ জন্য ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থে নোবেল পুরস্কার জিতেন।১৯৮৬ সালে ”ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন” এই দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে ধার্য্য করে। পরের বছর অর্থাৎ, ১৯৮৭ সালে এটি প্রথম পালিত হয়। এরকম একটি দিন ভাবা হয় দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে।ভেঙ্কট রামন-এর রামন এফেক্ট আবিষ্কারের সম্মানে এই বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করা হয় ভারতে।১৯২৮ সালে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন রামন। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৩০ সালে রামন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।এবছরের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের থিম হল ”টেকসই ভবিষতের জন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি”চেন্নাইয়ে বড় হওয়া রামন ছোটবেলা থেকে বড়াবরই মেধাবী ছিলেন।বাবা ছিলেন একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক। সিভি রামন মাদ্রাজের তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৫ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক হয়েছিলেন।এই কলেজেই তিনি এমএতে ভর্তি হন।রসায়ন ছিল তাঁহার প্রধান বিষয়।মাস্টার অফ সায়েন্স করিবার পর তিনি চলিয়া আসেন কলকাতায় শিক্ষকতা করিবার জন্য।কিছুদিন পর তিনি শিক্ষকতা ছাড়িয়া যোগ দেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা কালটিভেশন অফ সায়েন্সে।এরপর এটাই হইয়া ওঠে তাঁহার বিজ্ঞান সাধনার প্রধান ক্ষেত্র।সেখানে ১৯০৭ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি তাঁহার গবেষনার কাজ চালাইয়া যান। ১৯২১ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল ইউনিভার্সিটি কংগ্রেস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যোগ দেন রমন। এটাই রমনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। কয়েক দিনের এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণেই তাঁর সঙ্গে দেখা হইল থমসন, রাদারফোর্ড, ব্র্যাগ সহ আরও অনেক বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর।১৯২১ সালে এক বার জাহাজে করিয়া তিনি লন্ডন থেকে দেশে ফিরিয়াছিলেন।তখন তিনি খেয়াল করেন সমুদ্রের জলের রং নীল।তিনি জানিতেন আকাশের রংও নীল লাগে, কারণ আকাশের বিশেষ বর্ণ ছটার জন্য।কিন্তু সমুদ্রের রং কেন নীল! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়াই তিনি আবিষ্কার করেন ‘রমন এফেক্ট’। লম্বা গবেষণার পর অবশেষে ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সূত্র আবিষ্কার করেন। ১৬ মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সূত্র প্রকাশ করেন তিনি।সমুদ্রের জল নীল কেন ! তবে কি সমুদ্রের জলে আকাশের রঙের প্রতিফলন হয় বলিয়াই সমুদ্রের জল নীল! এই তত্ত্ব মানিলেন না রামন। কারণ রামন দেখিলেন পোলারাইজিং প্রিজমের মাধ্যমে আকাশের প্রতিফলন আড়াল করিবার পরেও দেখা গেল সমুদ্রের জলের রং নীল। আসলে সমুদ্রের জল নিজেই আলো বিচ্ছুরণ করে, তাই জলের রঙ নীল।রমন এফেক্টের সূত্র ধরিয়াই আসিয়াছে একবর্ণা আলোকের ধর্ম, লেসার রশ্মি ইত্যাদি।১৯২৮ সালে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার জন্য ১৯৩০ সালে রামন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে ’হত্যা”র’ অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

পালামু,২ মার্চ (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের পালামু জেলার তরহসি থানার অন্তর্গত টারিয়া গ্রামে এক গৃহবধূ রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশের তদন্তে জানা গেছে, নিহত মহিলা বিনীতার স্বামী অর্জুন পাশওয়ানের নিজের মামীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদ করায় বিনীতাকে ’হত্যা’ করে আত্মহত্যার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।

নিহতের বাবা উদয় সিং থানায় অর্জুন পাশওয়ান, তার বাবা গজেন্দ্র পাশওয়ান, শাশুড়ি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বিনীতা তার স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পারেন। এরপর অর্জুন ও তার পরিবার প্রথমে তাকে মারধর করে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ’হত্যা’ করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করে।

মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই বিনীতার মোবাইলের চ্যাট ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে।

কলকাতা পুলিশ দিল্লি থেকে ধরল ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’ চক্রের আরও এক মাথাকে

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে প্রতারণা চলত। সেই তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের জালে ধরা পড়ছিলেন একের পর এক প্রতারক। এবার দিল্লি থেকে গ্রেফতার হলেন চক্রের আরও এক পান্ডা।

মাস তিন আগে গলফ গ্রিনের এক বাসিন্দাকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। ক্রমাগত ভয় দেখিয়ে ৪৭ লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন প্রতারকরা। ওই তদন্তে আগে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে লালবাজারের তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন জাল অনেক দূর বিছানো আছে। কলকাতার আনন্দপুর, পাটুলি, এবং নরেন্দ্রপুর এলাকায় ব্যাপক অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণা চক্রের লোকজন ঘাঁটি গেঁড়ে আছে। সেই তথ্যও পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার দিল্লির

বিবেক বিহার থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই চক্রের আরও এক মাথাকে। ধৃত ব্যক্তির নাম যোগেশ দুয়া (৩৬)। সূত্রের খবর, অন্তর্বর্তী হেফাজতে তাঁকে শনিবার কলকাতা নিয়ে আসা হচ্ছে।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও পুলিশ উদ্ধার করেছে। দুটি মোবাইল, দুটি হার্ড ডিস্ক, একটি ল্যাপটপ, চারটি এটিএম কার্ড, দুই প্যান কার্ড উদ্ধার হয়েছে তার ফ্ল্যাট থেকে। মিলেছে ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। পাওয়া গিয়েছে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা, ডলার। যোগেশ দুয়ার ভাই আদিত্য দুয়াও এই প্রতারণার আরও এক মাথা। তাঁর খোঁজেও তল্লাশি চলছে বলে খবর।

সূত্রের খবর, আদিত্য দুয়ার নামে পলিসি বন্ডের কাগজ মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তির নামে আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি আসল নাকি ভুয়ো, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মহাবিশ্ব কি ঘুরছে

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

আমাদের পরিচিত সব মহাজাগতিক বস্তুই ঘুরছে। পৃথিবী ঘুরছে। সেই ঘূর্ণনে ঘটছে সূর্যের উদয়-অস্ত। ঘুরছে সূর্য। সূর্যের বিষুব অঞ্চল পুরো একবার ঘুরতে সময় নেয় ২৪ দশমিক ৪৭ দিন। মেরু অঞ্চলে সময়টা বেশি। ৩৮ দিন। ঘুরছে চাঁদ। পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার পাশাপাশি একই সময়ে চাঁদ নিজের অক্ষের চারপাশেও ঘূর্ণন শেষ করে। কাজটা করতে সময় লাগে ২৭ দশমিক ৩২ দিন।

ঘুরছে অন্য গ্রহ-উপগ্রহরাও। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতিরাও নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরছে প্রতিনিয়ত। এর মধ্যে পৃথিবীর সঙ্গে সবচেয়ে মিল মঙ্গল গ্রহের। এটি নিজের অক্ষের চারপাশে ঘোরে ১ দশমিক ০৩ দিনে। শুক্র গ্রহ তো আবার ঘোরে অন্য গ্রহদের থেকে উল্টো দিকে। যার ফলে এতে সূর্যের উদয় ঘটে পশ্চিমে। ইউরেনাসের ঘূর্ণন তো আরও অদ্ভুত। এর ঘূর্ণন—অক্ষ কক্ষপথের সঙ্গে ৯৭ ডিগ্রি বেঁকে আছে। ফলে গ্রহটির একটি মেরু সব সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। এমন ঘটনা আর কোনো গ্রহেই দেখা যায় না। একটি অংশে চিরকালের জন্য রাত আর অপর অংশ সব সময় দিন! কী অদ্ভুত!

সৌরজগতে গ্রহরা ছাড়াও আছে প্রায় আট লাখ মাইনর প্ল্যানেট বা ক্ষুদ্র গ্রহ। বামন গ্রহদেরও (যেমন প্লুটো) সংজ্ঞা অনুসারে ক্ষুদ্র ধরা হয়। এদের সবাইও কিন্তু ঘুরছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জোরে ঘুরছে ২০১৭কিউজি১৮ নামের বস্তুটি। নিজের অক্ষের সাপেক্ষে পাক খেতে এর সময় লাগে মাত্র ১২ সেকেন্ড। অবশ্য এর ব্যাসও ছোট। মাত্র ১০ মিটার। ঘুরতে সমান সময় নেয় আরেক ক্ষুদ্র গ্রহ ২০১৯বিই৫। তবে ব্যাস বেশি-৩০ মিটার।

ছায়াপথের ঘূর্ণন বেগটাও মারাত্মক। সেকেন্ডে ২৭০ কিলোমিটার। অথচ একটু আগে আমরা পৃথিবী, সূর্যদের বেগ দেখেছিলাম মিটারে। অথচ এই বিশাল বেগ নিয়েও এর একবার ঘুরতে সময় লাগে ২০ কোটি বছর। আবার উল্টো ঘটনাও আছে। মাত্র ৭৮০ মিটার ব্যাসের একটি গ্রহাণুর পুরো এক আবর্তনে সময় লাগে ৭৮ দিন। নাম (১৬২০৫৮) ১৯৯৭এই১২। এখন পর্যন্ত জানা তথ্যমতে এটিই মহাবিশ্বের সবচেয়ে ধীরে ঘোরা বস্তু। গ্রহদের মধ্যে শুধু বুধের ঘূর্ণনই এর কিছুটা কাছাকাছি (৫৮ দিন)। এর বাইরে মঙ্গল ছাড়া আর সব গ্রহই পৃথিবীর চেয়ে কম সময়ে একবার পূর্ণ-আবর্তন করে।

সূর্য একাই ঘুরছে না, ঘুরছে সূর্যের মতো কোটি কোটি নক্ষত্রও। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরি। এতে একবার পূর্ণ আবর্তন হয় ৮৩ দিনে। আর আবর্তন বেগ সেকেন্ডে প্রায় ১০০ মিটার। অবশ্য সূর্যের আবর্তন বেগ এর দ্বিগুণের বেশি। সেকেন্ডে ২০৫ মিটার। পৃথিবীর তো আরও বেশি। সেকেন্ডে ৪৬৫ মিটার।

বোঝাই যাচ্ছে, মহাজাগতিক সব বস্তুই ঘুরছে। এই যেমন সূর্যের আরেক প্রতিবেশী নক্ষত্র বার্নাডের তারা। এর আবর্তন সম্পন্ন হয় ১৩০ দিনে। একইভাবে ঘুরছে দূরের বা কাছের অন্য সব নক্ষত্রও।

নক্ষত্রের সমাবেশ নিয়ে গড়ে ওঠে একেকটি ছায়াপথ। আমাদের ছায়াপথের নাম মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা। আকৃতিটা সর্পিল। আর আকারটা কত বিশাল! এক প্রান্ত থেকে আলো নিক্ষেপ করলে সে আলো আরেক প্রান্তে পৌঁছাবে এক লাখ বছর পর। মিল্কিওয়ে ও অ্যান্ড্রোমিডাসহ ৫০-এর বেশি ছায়াপথ নিয়ে একটি গুচ্ছের নাম লোকাল গ্রুপ। লোকাল গ্রুপের দ্বিতীয় বৃহত্তম ছায়াপথ আমাদের আকাশগঙ্গা। মজার ব্যাপার হলো আকাশগঙ্গাও কিন্তু আবর্তিত হচ্ছে, যেমন করে আবর্তিত হচ্ছে এর অভ্যন্তরের গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যাসীয় কণারা। ঠিক যেন বাচ্চাদের খেলনা পিনহুইল। ছায়াপথের ঘূর্ণন বেগটাও মারাত্মক। সেকেন্ডে ২৭০ কিলোমিটার। অথচ একটু আগে আমরা পৃথিবী, সূর্যদের বেগ দেখেছিলাম মিটারে। অথচ এই বিশাল বেগ নিয়েও এর একবার ঘুরতে সময় লাগে ২০ কোটি বছর।

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, একটু আগে আমরা একটি গ্রহাণুকে সবচেয়ে ধীর বস্তু বলেছিলাম। আকাশগঙ্গা কি তার চেয়ে ধীর নয়? আসলে ধীরের বিচার করা হয় বেগ দিয়ে, আবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে নয়। প্রাথমিক মহাবিশ্ব নিয়ে কথা বলতেই আমরা সাধারণত দুটি জিনিস অনুমান করে নিই। প্রাথমিক মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম উপস্থিত ছিল। আর কিছু অঞ্চল ছিল অন্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি ঘন। ঘন অঞ্চলে গ্যাসেরা পুঞ্জীভূত হয়ে ভ্রূণছায়াপথীয় মেঘ তৈরি করে। কিন্তু আকাশগঙ্গা এই ঘূর্ণন কোথায় পেল? এ থেকে কি আমরা মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের কোনো হদিস করতে পারি? এখানে উল্লেখ্য, সৌরজগৎ, মানে সূর্য ও তার দলবলের ছায়াপথের কেন্দ্রকে পুরো একবার ঘুরে আসতে সাড়ে ২২ কোটি বছর সময় লাগে। তার মানে, মহাশূন্যে ছায়াপথের আবর্তন ছাড়া কোনো গতি নেই ধরে নিলে আমরা সর্বশেষ মহাশূন্যের একই জায়গায় ছিলাম ২২ কোটি বছর আগে। মানে যখন ডাইনোসরদের উত্থান হচ্ছিল।

বিজ্ঞানীরা আকাশগঙ্গার ঘূর্ণনের ছবি পেয়েছেন একগুচ্ছ বেতার টেলিস্কোপের সাহায্যে। এদের সম্মিলিত নাম ভেরি লার্জ বেজলাইন অ্যারে (ভিএলবিএ)। তারা নিবিড়ভাবে খেয়াল করলেন, কোনো কোনো জায়গায় নতুন নক্ষত্র তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া দেখলেন, কোনো জায়গায় গ্যাসীয় অণু বেতার তরঙ্গের তীব্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমন জায়গাগুলোয় বেতার তরঙ্গ খুব শক্তিশালী হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে এই অণুগুলোর অবস্থান দূরবর্তী বস্তুর সাপেক্ষে বদলে যায়। এই পরিবর্তন মেপে সম্পূর্ণ ছায়াপথের ঘূর্ণন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আবার এই প্রক্রিয়া থেকেই পুরো ছায়াপথের ভরও বোঝা যায়। তা ঠিক আছে, কিন্তু ছায়াপথ কেন ঘুরছে? প্রাথমিক মহাবিশ্ব নিয়ে কথা বলতেই আমরা সাধারণত দুটি জিনিস অনুমান করে নিই। প্রাথমিক মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম উপস্থিত ছিল। আর কিছু অঞ্চল ছিল অন্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি ঘন। ঘন অঞ্চলে গ্যাসেরা পুঞ্জীভূত হয়ে ভ্রূণছায়াপথীয় মেঘ তৈরি করে। আর সবচেয়ে ভারী অঞ্চলগুলো গুটিয়ে এসে নক্ষত্রে পরিণত হয়।

এই নক্ষত্রগুলো দ্রুত জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৈরি হয় বটিকাকার নক্ষত্রগুচ্ছ। কিন্তু মহাকর্ষের ফলে গ্যাসেরা আরও সংকুচিত হতে থাকে। গ্যাসেরা গুটিয়ে আসার সময় তৈরি হয় আবর্তনশীল চাকতি। আবর্তনশীল এই চাকতি মহাকর্ষকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন গ্যাস ও ধুলিকণাকে আকৃষ্ট করতে থাকে। এই চাকতির ভেতরে জন্ম নেয় নতুন নতুন নক্ষত্র। মূল মেঘের বাইরের দিকে থেকে যায় বটিকাকার নক্ষত্রগুলো। এ ছাড়া গ্যাস, ধুলিকণা ও ডার্ক ম্যাটার। বিষয়টাকে সহজ করে চিন্তা করা যাক। ধরুন আমরা পিৎজা বানাচ্ছি। তবে একটু হাস্যকর উপায়ে। গোল করে ময়দার তাল বানিয়ে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ছুড়ে মারলাম ওপরের দিকে। গোল এই তালের ঘূর্ণনে তৈরি হবে একটি চ্যাপ্টা চাকতি। আকাশগঙ্গাও কিন্তু দেখতে এই চ্যাপ্টা চাকতির মতোই। অবশ্যই সেই চাকতিটি আরও জটিল অবস্থায় আছে। চাকতির এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র। এবার দেখা যাক আকাশগঙ্গা কোন দিকে ঘুরছে। আসলে এটা নির্ভর করছে আমরা কীভাবে দেখছি, তার ওপর। একটি লাটিমের কথা ভাবা যাক। ধরুন, একে আমরা একটি গ্লাস টেবিলের ওপর ঘড়ির কাঁটার দিক বরাবর ঘুরিয়ে দিলাম। এবার যদি আমরা টেবিলের নিচ থেকে এর দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে এটি ঘুরছে ভিন্ন দিকেঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। এটা আমরা অসংখ্য ভিন্ন উপায়ে বুঝতে পারি। একটি কাগজে গোল করে ঘড়ির কাঁটার দিকে একটি তির আঁকি। কাগজটিকে আলোর সামনে ধরে অন্য পাশ থেকে দেখলে মনে হবে তির আঁকা হয়েছে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে।

ফলে ঘূর্ণনের দিকও আসলে নির্ভর করে আমরা কোন দিক থেকে দেখছি, তার ওপর।

প্রোটন মৌলিক কণা না হলেও কোয়ার্ক ঠিকই মৌলিক। মজার ব্যাপার হলো, ঘূর্ণন সব মৌলিক কণার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য কণার ঘূর্ণনকে আমাদের চেনাজানা ঘূর্ণনের সঙ্গে ঠিক মেলানো যাবে না। লাটিম, গ্রহ আর কণা এক জিনিস নয়।

তাহলে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আকাশগঙ্গার ঘূর্ণন কোন দিকে? এর উত্তরের জন্য আবার ছায়াপথের আকৃতিও জানতে হবে। আকাশগঙ্গা অনেকগুলো সর্পিল বাহু নিয়ে গঠিত। তাই একে সর্পিল ছায়াপথ বলা হয়। সেই হিসাবে সর্পিল ছায়াপথদের অর্ধেক অংশ ঘড়ির কাঁটার দিকে ও বাকি অংশ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার কথা। কয়েক বছর আগে ধারণাটি প্রমাণও করেছেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ, প্রায় ঘড়ির কাঁটার দিকে ও বিপরীত দিকে ঘোরা ছায়াপথের সংখ্যা সমান। বিষয়টি আবার আইসোট্রপিক মহাবিশ্বেরও একটি প্রমাণ। আইসোট্রপিক মহাবিশ্ব মানে মহাবিশ্ব সব দিকে একই রকম দেখায়। বড় মাপকাঠিতে আমরা মহাবিশ্বের যেদিকেই তাকাব, দেখব প্রায় একই রকম চিত্র।

বিশাল মহাবিশ্ব থেকে চোখ ফিরিয়ে একটু ক্ষুদ্র জগতে আসা যাক। কোয়ার্ক, প্রোটনরাও কি গ্রহ-নক্ষত্রের মতো ঘোরে? পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অন্যতম কণা প্রোটন। যত ভারী পরমাণু, তত বেশি প্রোটন। প্রোটন সংখ্যাই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা, যা দিয়ে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ধারিত হয়। নিউক্লিয়াসে আরও থাকে নিউট্রন, যার একমাত্র ব্যতিক্রম একক ভরের হাইড্রোজেন। প্রোটন আর নিউট্রন দুটোই আবার কোয়ার্ক দিয়ে গড়া। প্রোটন মৌলিক কণা না হলেও কোয়ার্ক ঠিকই মৌলিক। মজার ব্যাপার হলো, ঘূর্ণন সব মৌলিক কণার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য কণার ঘূর্ণনকে আমাদের চেনাজানা ঘূর্ণনের সঙ্গে ঠিক মেলানো যাবে না। লাটিম, গ্রহ আর কণা এক জিনিস নয়।

অতিপারমাণবিক কণারা আসলে আচরণ করে বিন্দুর মতো, যার নেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা। অন্য কথায় এটি একটি মাত্রাহীন বস্তু। কিন্তু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কারণে বিন্দু কণার বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকের চেয়ে জটিল হয়ে ওঠে। কারণ অভ্যন্তরীণ কোনো কাঠামোবিহীন মৌলিক কণাও স্থান দখল করে।

কোয়ার্করা হলো স্পিন-হাফ কণা। মানে এদের গঠনের প্রাথমিক বিন্যাসে ফিরে আসতে হলে দুবার পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে হয়। ফলে কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত প্রোটন ও নিউট্রন কণাও স্পিন-হাফ কণা। একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নিউক্লিয়াসের বাইরের কণা ইলেকট্রনের মধ্যেও। একটি প্রোটনে থাকে দুটো আপ-কোয়ার্ক ও একটি ডাউন-কোয়ার্ক। আবার একটি নিউট্রনে থাকে দুটো ডাউন-কোয়ার্ক ও একটি আপ-কোয়ার্ক। প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলের নাম সবল নিউক্লিয় বল। নাম দেখেই বোঝা যায়, এর কাজের ক্ষেত্র নিউক্লিয়াস। কোয়ার্কদের ধরে রাখে এই বলই। আবার প্রোটন আর নিউট্রনকেও জড়িয়ে রাখে এই একই বল। কথাটা আসলে আগের কথারই ভিন্ন রূপ। এই সবল বলের কারণেই বড় বড় নিউক্লিয়াস তৈরি হতে পারে। অন্যথায় বড় মৌলের ক্ষেত্রে প্রোটন-প্রোটন ধনাত্মক চার্জের বিকর্ষণে নিউক্লিয়াস ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। এখন, ইলেকট্রনের মতো প্রোটন ও নিউট্রনও কিন্তু ঘোরে, যার দুটোই কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি। আগেই বলেছি, এ ঘূর্ণন আমাদের পরিচিত ঘূর্ণনের মতো নয়। ইলেকট্রনের ঘূর্ণন তো আরও বেশি জটিল। এবার আসা যাক পুরো নিউক্লিয়াসের কথায়। নিউক্লিয়াসের কি ঘূর্ণন আছে? আবারও মনে করিয়ে দিই, পরমাণুর জগতের এসব ঘূর্ণন লাটিম বা গ্রহের ঘূর্ণনের মতো নয়। বোঝার সুবিধার্থে আমরা নিউক্লিয়াসকে ঘুরন্ত টেনিস বলের ক্ষুদ্র রূপ ভাবতে পারি। তবে এভাবে ভাবতে ভাবতে একসময় আমরা হারিয়ে যাব ভুলের রাজ্যে। তা যা—ই হোক, অতিপারমাণবিক জিনিসদের দুটো বৈশিষ্ট্য আছে। কক্ষপথের কৌণিক ভরবেগ ও ঘূর্ণনজনিত কৌণিক ভরবেগ। অবশ্য এরা ঠিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং বৈশিষ্ট্য নির্ধারক। তবে চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় কৌণিক ভরবেগ একটি অবিচ্ছিন্ন সংখ্যা। মানে এর মান যেকোনো সংখ্যা বা যেকোনো দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী যেকোনো সংখ্যা হতে পারে। সেটা হতে পারে ২ দশমিক ১১ কিংবা ৩ দশমিক ০১২ একক অথবা এই দুটি সংখ্যার মতো যেকোনো দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী অন্য যেকোনো সংখ্যা।

এখন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের স্পিন বা ঘূর্ণন শূন্য বা অশূন্য দুটোই হতে পারে। নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার যোগফল বিজোড় সংখ্যা হলে নিউক্লিয়াসটির ঘূর্ণন থাকবে। যেমন কার্বনের ১২ ভরের আইসোটোপের স্পিন থাকবে না। কিন্তু কার্বন-১৩—এর স্পিন থাকবে। তবে কোয়ান্টাম মেকানিকসের কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা দিয়ে ঘূর্ণন বুঝতে গেলে মাথায়ই ঘূর্ণন শুরু হবে। এই ব্যাখ্যা বলছে, অতিপারমাণবিক কণাদের সাধারণ অর্থে ভৌত কোনো অস্তিত্বই নেই। এরা থাকে সম্ভাবনা ঘনত্ব নিয়ে। যতক্ষণ না এদের পর্যবেক্ষণ করা যায়। পর্যবেক্ষণের ফলে এরা অস্তিত্ব লাভ করে। পায় নির্দিষ্ট অবস্থান। যে কণারা নিছক সম্ভাবনা হিসেবে বিরাজ করে, তাদের আবার গঠন বা ঘূর্ণন নিয়ে কিছু বলার সুযোগ কোথায়?

আসলে ঘূর্ণন বলতে বোঝায় বস্তুর মোট কৌণিক ভরবেগ। এই কথা কিন্তু গ্রহের ক্ষেত্রেও খাটে। অর্থাৎ, একটি গ্রহের সব কটি মৌলিক কণার কক্ষপথীয় কৌণিক ও ঘূর্ণন ভরবেগের যোগফলই গ্রহটির ঘূর্ণন। একই কথা খাটে পরমাণু, পরমাণুর নিউক্লিয়াস কিংবা প্রোটনের মতো যৌগিক কণার ক্ষেত্রেও। তবে চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় কৌণিক ভরবেগ একটি অবিচ্ছিন্ন সংখ্যা। মানে এর মান যেকোনো সংখ্যা বা যেকোনো দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী যেকোনো সংখ্যা হতে পারে। সেটা হতে পারে ২ দশমিক ১১ কিংবা ৩ দশমিক ০১২ একক অথবা এই দুটি সংখ্যার মতো যেকোনো দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী অন্য যেকোনো সংখ্যা। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিকসে কৌণিক ভরবেগ হলো কোয়ান্টায়িত। এর মান যেকোনো কিছু হতে পারে না। হবে শুধু প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবককে পাইয়ের (৩ দশমিক ১৪) চার গুণ দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত সংখ্যার গুণিতক আকারে। কথাটি নিলস বোর ১৯১৩ সালে প্রস্তাব করেন। এরই ভিত্তিতে তিনি হাইড্রোজেনের বর্ণালি রেখার ব্যাখ্যা দেন।

অর্থাৎ কোয়ান্টায়িত হলেও বিন্দুসদৃশ মৌলিক কণাদেরও ঘূর্ণন থাকতে পারে। এর কারণ স্পষ্ট নয়। অনেকের মতে, হতে পারে এসব মৌলিক কণাও অন্য কণা দিয়ে তৈরি। এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। মহাবিশ্ব নিজেও কি ঘুরছে? অন্য বহু বিষয়ের মতো এটিও সরাসরি জানার কোনো উপায় নেই। মহাবিশ্বকে তো আর পরীক্ষাগারে রেখে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব নিয়ে কাজ করার সময় ধরে নিয়েছেন, মহাবিশ্ব ঘুরছে না। আরও ধরে নিয়েছেন, এটি আইসোট্রপিক। মানে বড় মাপকাঠিতে চিন্তা করলে সব দিকে একই রকম দেখায়। বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্ব নিয়ে কাজ করতে আমরা ব্যবহার করি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। আরও ভালো করে বললে আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ। এই সমীকরণের সঙ্গে অঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের ধারণার বিরোধ নেই। আবার সমীকরণ এ—ও বলছে না যে মহাবিশ্ব ঘুরতে পারবে না। তবে বিজ্ঞান শুধু অনুমান করে বসে থাকে না। সেটা যাচাইও করে। আমাদের দেখা মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো আলোর নাম মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি (সংক্ষেপে সিএমবি)। বিগ ব্যাংয়ের ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর পর এই আলো তৈরি হয়। আলোটির রেশ মহাবিশ্বে আছে আজও।

এই আলোর প্রতিফ্রিয়া মহাবিশ্বের সব দিকে একই রকম। তবে তাপমাত্রায় সামান্য ওঠা-নামা আছে। এক ডিগ্রির এক হাজার ভাগের এক ভাগ। এর কারণ হলো মহাবিশ্বের জন্মের পর গড়িয়ে যাওয়া সময়, মহাবিশ্বের উপাদান ও আকার। এই পার্থক্যগুলো কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন, মহাবিশ্ব কোনো নির্দিষ্ট দিকে বেঁকে আছে কি না, অথবা ঘুরছে কি না বা প্রসারণ কোনো এক দিকে অন্য দিকের চেয়ে বেশি হচ্ছে কি না। ২০১৬ সালে ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স জার্নালের এক নিবন্ধে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, সিএমবি আলো থেকে মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের পক্ষে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। এ ছাড়া দেখা গেছে, মহাবিশ্ব আইসোট্রপিক হওয়ার সম্ভাবনা আইসোট্রপিক না হওয়ার তুলনায় ১ লাখ ২০ হাজার গুণ। আবার অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারস জার্নালের একটি গবেষণা বলছে, মহাবিশ্ব সুষম হওয়ার সম্ভাবনা ৯৫ শতাংশ। মানে বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আলাদা আলাদা অংশ একই রকম। আইসোট্রপিক কথাটা একটু ভিন্ন। এটি অনুসারে আমরা মহাবিশ্বের যেদিকেই তাকাই, একই রকম চিত্র দেখব। অবশ্যই বড় মাপকাঠিতে, ঠিক যেমন একটি বিশাল ঘন বনে যেদিকেই তাকাই, মোটামুটি একই চিত্র দেখা যাবে। এসব গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহাবিশ্ব সুষম ও অঘূর্ণনশীল। এ ধারণা সহজে বদলে যাওয়ার মতো বিষয়ও নয়। ভবিষ্যতে সিএমবির উপাত্ত ও বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া আরও উন্নত হবে অবশ্যই। তবে মহাবিশ্বের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো না বদলানোই বেশি স্বাভাবিক। ২০১৬ সালে ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স জার্নালের এক নিবন্ধে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, সিএমবি আলো থেকে মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের পক্ষে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। এ ছাড়া দেখা গেছে, মহাবিশ্ব আইসোট্রপিক হওয়ার সম্ভাবনা আইসোট্রপিক না হওয়ার তুলনায় ১ লাখ ২০ হাজার গুণ। তবে ২০১১ সালে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছিল। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ফিজিকস লেটার্স জার্নালে। নিবন্ধের গবেষকেরা ১৫ হাজারের বেশি ছায়াপথ নিয়ে কাজ করেছিলেন। এ থেকে তাঁদের দাবি ছিল, মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল ঘুরন্ত অবস্থায়, যা চলছে আজ অবধি। সে ঘূর্ণন চলছে নির্দিষ্ট একটি কক্ষকে ঘিরে। অর্থাৎ, প্রাথমিক মহাবিশ্বও একটি নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরত। প্রধান গবেষক লোংগো ও তাঁর দল ১৫ হাজার ১৫৮টি ছায়াপথ নিয়ে কাজ করেছিলেন। দেখা গেল, বেশির ভাগ ছায়াপথ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরছে। লোংগোর মতে এটা কোনো দৈব ঘটনা হতে পারে না। ছায়াপথগুলোর একটি নির্দিষ্ট দিকে ঘোরার অর্থ হবে মহাবিশ্বের একটি নেট কৌণিক ভরবেগ থাকবে। আর কৌণিক ভরবেগ যেহেতু সংরক্ষিত থাকার কথা, তাই মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই ঘুরন্ত অবস্থায় জন্ম নিয়েছিল। লোংগোর মতে, আমরা যদি দেখাতে পারি মহাবিশ্বে এখনো প্রাথমিক কৌণিক ভরবেগ বজায় আছে, তাহলে বোঝা যাবে আমাদের মহাবিশ্ব অন্য কোনো বড় জায়গার মধ্যে অবস্থিত। এবং এটি ঘুরছে। মহাবিশ্বের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক এই কৌণিক ভরবেগ ছড়িয়ে গিয়েছিল বস্তুপিণ্ডের মধ্যে। যার কারণেই হয়তো ছায়াপথরা নির্দিষ্ট দিকে ঘুরছে। অন্য কারণেও ছায়াপথ নির্দিষ্ট দিকে হয়তো ঘুরতে পারে, তবে ঘুরন্ত প্রাথমিক মহাবিশ্ব দিয়েই ব্যাখ্যাটা সরল হয়। আর সরল ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান সব সময় বেশি পছন্দ করে। দলটি একই গবেষণা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের ছায়াপথ নিয়ে করেছেন। আগেই আমরা বলেছি, ঘূর্ণনের দিক নির্ভর করে আমরা কোন দিক থেকে দেখছি, তার ওপর। তারা দেখেছেন, দক্ষিণ গোলার্ধে আবার ডান—আবর্তী বা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরা ছায়াপথের সংখ্যা প্রায় একই পরিমাণ বেশি। তিনি ও তাঁর দল বর্তমানে আরও বেশি উপাত্ত নিয়ে কাজ করছে।

তবে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির জ্যোতিঃপদার্থবিদ নিটা বাকল বলছেন, ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের পক্ষে শক্ত কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর মতে, ছায়াপথের ঘূর্ণন স্থানীয় কোনো মহাকর্ষীয় প্রভাবে হওয়া খুবই সম্ভব। ফলে মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের এই মত ২০১৬ সালের গবেষণার চেয়ে একটু দুর্বল।

আরেকটি বিষয় হলো, মহাবিশ্বের ভেতরের বস্তু নিয়ে গবেষণা করে পুরো মহাবিশ্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া আসলেই কঠিন। মহাবিশ্ব নিজে এর ভেতরের নিয়ম মানতে বাধ্য নয়। যে কারণে ছায়াপথগুলো আপাতদৃষ্টিতে আপেক্ষিকতার নিয়ম ভেঙে আলোর চেয়ে জোরে পরস্পর থেকে দূরে সরে। আসলে ছায়াপথরা তো দূরে সরে স্থান-কালের প্রসারণের কারণে। প্রসারণগতি ছায়াপথদের নিজেদের গতি নয়। আর স্থান-কাল নিজে আপেক্ষিকতা মানতে বাধ্য নয়। তবে অঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের ধারণায় রোমাঞ্চের যথেষ্ট অভাব। সে ক্ষেত্রে একটু ভেবে দেখা যাক, কোনোভাবে মহাবিশ্বকে ঘোরানো যায় কি না। মজার ব্যাপার হলো মহাবিশ্বের সেই ক্ষেত্র সমীকরণগুলো থেকে ঘুরন্ত মহাবিশ্বেরও সমাধান পাওয়া সম্ভব। একে বলা হয় গোডেলের মহাবিশ্ব। গণিতবিদ কার্ট গোডেল আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে ঘুরন্ত মহাবিশ্বের সমাধানটি বের করেন। মূলত ছোট্ট লাটিম বা জাইরোস্কোপের মুখ যেদিকে থাকে, দূরের বস্তুগুলো মহাবিশ্বের মধ্যে সেদিকে মুখ করে ঘুরবে। গোডেলের স্থান-কালে গাণিতিকভাবে এতে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। এ সমাধান থেকে দেখা গেল, নতুন ধরনের একটি স্থান-কাল পাওয়া যাচ্ছে। আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে অনেকগুলো গাণিতিক মডেল বের করা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এর সব কটি সমাধানই আমাদের মহাবিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এই মডেলগুলো যা বলছে, তা বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আমরা বুঝতে পারব, এগুলো আমাদের মহাবিশ্বের জন্য চলবে কি না। তবে চলবে কি না, সেটা তো যাচাইয়ের ব্যাপার। মজার ব্যাপার হলো, কার্ট গোডেল এই সমাধান বের করার মাধ্যমে পদার্থবিদ্যায় সূত্র ব্যবহার করে অতীতে ভ্রমণ করার সম্ভাবনা সবার আগে খুঁজে পান।

কিন্তু পুরো মহাবিশ্বই আবর্তিত হচ্ছেএই কথার মানে কী? আবর্তিত হওয়ার মানে হলো, কোনো স্থির প্রসঙ্গ বিন্দুর উপস্থিতি, যাকে কেন্দ্র করে বস্তুটি ঘুরবে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, ‘কিসের সাপেক্ষে ঘুরছে?’ উত্তরটা হবে একটু গুরুগম্ভীর। মূলত ছোট্ট লাটিম বা জাইরোস্কোপের মুখ যেদিকে থাকে, দূরের বস্তুগুলো মহাবিশ্বের মধ্যে সেদিকে মুখ করে ঘুরবে। গোডেলের স্থান-কালে গাণিতিকভাবে এতে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। আপনি যদি পৃথিবী থেকে অনেক দূর ভ্রমণ করে আবার ফিরে আসেন, তবে সম্ভাবনা আছে যে আপনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন রওনা দেওয়ার আগের কোনো সময়ে! নিজের সমীকরণ থেকে এই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বলে আইনস্টাইন খুব হতাশ হয়েছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব কখনো টাইম ট্রাভেল বা সময় ভ্রমণের সুযোগ রাখবে না। কিন্তু যদিও গোডেলের সমাধান আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকেই এসেছে, তবু এটি আসলে আমাদের মহাবিশ্বের জন্য খাটবে না। কারণ, পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা জানি যে আমাদের মহাবিশ্ব ঘুরছে না (আবর্তন করছে না), বা করলেও তা খুব নগণ্য।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত বিজেপি নেতা বলাই গোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

যাদবপুর কাণ্ডে শিক্ষামন্ত্রীর উপর হামলা: বামেদের তীব্র আক্রমণ মন্ত্রী প্রদীপের

দুর্গাপুর, ২ মার্চ (হি. স.) : রবিবার কাঁকসায় এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের উদ্বোধনে এসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর উপর হামলার প্রসঙ্গে বামেদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বলেন, 'বর্বরোচিত ঘটনা। আমরা অনেক কিছু সহ্য করি, আর তার বদলে এই উপহার। বাংলার মানুষ বামেদের চরিত্র ও অত্যাচারের কথা ভোলেনি। কখনও 'টুম্পা' নাচাচ্ছে, কখনও গণতন্ত্রের পূজারী সেজে বসছে। অপসংস্কৃতি শেখাচ্ছে, প্রশ্রয়ও দিচ্ছে। বিধানসভা ও সংসদে শূন্য হয়েছে, এবার মাইনাস হবে!'

শনিবার ওয়েবকুপার বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার জেরে রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। রবিবার কাঁকসায় একটি স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'এটি চরম অসভ্যতা! আমরা অনেক কিছু সহ্য করি, কিন্তু তার বদলে এই আচরণ? বামেদের আসল চরিত্র বাংলার মানুষ ভালোভাবেই জানে।' তিনি আরও বলেন, 'এখনও সময় আছে, নয়তো নির্বাচনের ফলাফলে তারা আরও বড় শিক্ষা পাবে। বিধানসভা ও সংসদে ইতিমধ্যেই শূন্য হয়েছে, এবার মাইনাস হবে!'

রঙিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক

রঙিয়া (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : কামরূপ জেলার অন্তর্গত রঙিয়া ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক মাংস ব্যবসায়ীর। নিহতকে মাংস ব্যবসায়ীকে বিহারের সারন জেলার ৩৫ রশিদপুরের বাসিন্দা ৪৬ বছর বয়সি আফতাব খান বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার রাতে মাংসের দোকান বন্ধ করে পায়ে হেঁটে তাঁর ভাড়া বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন আফতাব খান। কিন্তু রঙিয়ার তিনিআলি রেলওয়ে গেটের কাছে পথচারী আফতাবকে ধাক্কা দেয় তামুলপুর থেকে রঙিয়াগামী এএস ২৫ ইউ ২৬৩২ নম্বরের একটি স্কুটার।

প্রচণ্ড ধাক্কায় পথচারী আফতাব রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। ইত্যবসরে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় রঙিয়া থানার পুলিশ। তাঁরা আহত রক্তাক্ত আফতাবকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে পার্শবর্তী বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালের ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পর আজ রবিবার সকালে আফতাব খানের মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

গুয়াহাটির হোটেলে কারবি আংলঙের যুবতীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দুই

গুয়াহাটি, ২ মার্চ (হি.স.) : গুয়াহাটির একটি হোটেলে কারবি আংলঙের বাসিন্দা বছর ২০-এর জনৈক যুবতীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত দুই অভিযুক্তকে এবিসি গ্রিল জংশনের মালিক চন্দন মহন্ত এবং তার কর্মচারী রোহন আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আজ রবিবার গুয়াহাটির ডিসিপি (সেন্ট্রাল) অমিতাভ বসুমতারি এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, গতকাল রাত প্রায় ৯.০০টায় ভুক্তভোগিনী একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, মহাশিবরাত্রির রাতে দুই যুবক তাঁকে এবং তাঁর এক বন্ধুকে মদ এবং গাঁজা খেতে দিয়েছিল। মদ ও গাঁজা খেয়ে তাদের সঙ্গে যেতে বলেছিল তারা। তাঁর বন্ধু তাঁদের সাথে যেতে অপারগতা জানালে অভিযুক্তরা অভিযোগকারিণী ভুক্তভোগিনীকে একটি বাইকে করে রাজগড়ের রশ্মি হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁকে বলপূর্বক মদ্যপান করিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে।

পল্টনবাজার থানার পুলিশ উভয় অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ডিসিপি সেন্ট্রাল অমিতাভ বসুমতারি।

যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদ অভয়া মঞ্চের তরফে

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): শনিবার বিকেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধুন্ধুমার ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে দুই বাম ছাত্র আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। এঁদের একজনের উপর দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রীর গাড়ি চলে গেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হলো অভয়া মঞ্চের তরফে।

অভয়া মঞ্চের তিন আহ্বায়ক পুণ্যব্রত গুণ, মণীষা আদক ও তমোনাশ চৌধুরীর তরফে রবিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, 'আমরা কখনও এমন এক বিদ্বেষপূর্ণ ও অপরাধমুলক ঘটনা অতীতে দেখিনি যা যাদবপুরে গতকাল (১লা মার্চ ২০২৫) ঘটেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে প্রতিবাদরত ছাত্রদের উপর গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন, যাতে দুজন ছাত্র গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই নিন্দনীয় হামলা যে কোন সুস্থ গণতান্ত্রিক বিবেক সম্পন্ন মানুষের মনে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা ক্যাম্পাসে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীর প্রতি আঘাত এবং এই আক্রমণ শুধু ছাত্রদের ওপর নয় এই আক্রমণ প্রতিটি নাগরিকের বিরুদ্ধে আক্রমণ, যারা ন্যায় ও গণতন্ত্রের দাবিতে সাহস করে লড়াই করছে।অভয়া মঞ্চ এই জঘন্য ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছে। আমাদের অদম্য সাহসী ছাত্রছাত্রীরা স্পষ্ট ও আপোষহীন দাবিতে এগিয়ে এসেছে। তাদের আন্দোলনের প্রতি আমাদের দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছি।'

লালুর ডিএনএ লুট, বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ : গিরিরাজ সিং

গয়া, ২ মার্চ (হি.স.): বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। রবিবার গয়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, লালুর ডিএনএ-তে লুটপাট, ধর্ষণ, ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ এবং বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে। গিরিরাজ আরও বলেছেন, ছাপড়ায় তিনি (লালু যাদব) তাঁর ছেলেকে তুলে ধরে বলেছিলেন,

কৌশলগতভাবে শক্তিশালী ভারতকে দমন অথবা নত করা সম্ভব নয়: সঞ্জয় শেঠ

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): বর্তমান ভারত সামরিকভাবে এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, যে কেউ দেশকে দমন করার, নত হওয়ার অথবা চোখ দেখানোর সাহস করতে পারে না। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। তিনি বলেছেন, কয়েক বছর আগেও আমাদের সেনাবাহিনীর পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ছিল না, কিন্তু গত দশকে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। এখন আমাদের সেনাবাহিনী কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, আমরা বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে অস্ত্র সরবরাহ করতেও সক্ষম। রবিবার কলকাতার রথীন্দ্র মঞ্চে শ্রী বড় বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত বিবেকানন্দ সেবা সম্মান অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি একথা বলেন।

মহাকুম্ভের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি ছিল এমন একটি মহৎ অনুষ্ঠান যা সমগ্র বিশ্বের সামনে সনাতন সংস্কৃতির বিশেষত্বকে মহিমান্বিত করেছিল। মহাকুম্ভে কোনও ধরণের বৈষম্য দেখা যায়নি। সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ একসঙ্গে সঙ্গমে স্নান করেছিলেন। দেশবাসীকে বিকশিত ভারত গড়ার অঙ্গীকার গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ২০৪৭ সালে ভারত একটি বিকশিত দেশ এবং বিশ্বের নেতা হিসেবে নিজস্ব স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে।

অনুষ্ঠানে বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ত স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজকে বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত করা হয়। বিশেষ সম্মান হিসেবে তাঁকে ১ লক্ষ টাকার চেক এবং একটি শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সম্মাননা গ্রহণের পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে কার্তিক মহারাজ বলেন, এই সম্মাননা আমাকে আমার কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলেছে। এই ধরনের সম্মাননা আমাদের সমাজের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে। ধর্মান্তরকে একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করে তিনি এর সমাধান খুঁজে বের করার এবং পিছিয়ে পড়া ও আদিবাসী জনগণের উন্নয়নের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

প্রধান বক্তা প্রখ্যাত সাংবাদিক বলবীর পুঞ্জ বলেন, ভারতে কেবল হিন্দুরাই আছেন। একজন বর্তমান এবং অন্যজন প্রাক্তন হিন্দু। আমাদের মধ্যে যদি কেউ প্রাক্তন হিন্দু হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সংখ্যা কেবল কমে যাবে না বরং আমাদের শত্রুও বৃদ্ধি পাবে। হিন্দু সংস্কৃতি ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন, তাই এটি চিরন্তন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন তুলসিয়ান, শিল্পপতি সজ্জন ভজনকা, সমাজসেবক লক্ষ্মী নারায়ণ ভালা, কুমার সভার সভাপতি মহাবীর প্রসাদ বাজাজ, অরুণ প্রকাশ মল্লবত এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডঃ তারা দুগ্গড়।

হাইলাকান্দিতে মারুতি ইকোর ধাক্কায় ম্যু মুরগি বিক্রেতার

হাইলাকান্দি (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক মুরগি বিক্রেতার। মুরগি বিক্রেতাকে জনৈক আব্দুল জব্বার বড়ভুইয়াঁ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, প্রতিদিনের মতো এদিনও হাইলাকান্দির সৈয়দবন্দ এলাকার ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বসে মুরগি বিক্রি করছিলেন আব্দুল জব্বার বড়ভুইয়াঁ। কিন্তু একটি চার চাকার দুরন্ত মারুতি ইকো এসে তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন আব্দুল জব্বার বড়ভুইয়াঁ।

ঘটনার পর স্থানীয় উত্তেজিত জনতা ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। তাঁরা নিহত আব্দুল জব্বারের পরিবারকে সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ সহ মারুতি ইকো-চালকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

বছরের প্রথম বৃষ্টিতে বেহাল হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক

হাফলং (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : বছরের প্রথম বৃষ্টিতেই হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। শনিবার রাতের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের অবস্থা বেহাল।

এমনিতে দীর্ঘদিন থেকে ওই অংশ সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সড়কটির ওই অংশ সংস্কারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বলে বিস্তর অভিযোগ বিভিন্ন মহলের। জাটিঙ্গা-হারাঙ্গাজাও অংশে প্রতিদিনই যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় লরি প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে।

এদিকে শনিবার রাতে প্রবল বৃষ্টিতে সড়কটি বেহাল হয়ে পড়ার দরুন ডিমা হাসাও জেলা পুলিশ হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

নদী বাঁধে ধস বাসন্তীতে, এলাকায় আতঙ্ক

বাসন্তী, ২ মার্চ (হি. স.) : অমাবস্যার ভরা কটালের জেরে বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী বাঁধে ধস নামল বাসন্তী ব্লকের পুরন্দর গ্রামে। অন্তত ৩০০ ফুটের বেশি এলাকা জুড়ে বাঁধে ধস নেমেছে। শনিবার বিকেল থেকেই বাঁধে ফাটল দেখা দেয়। রবিবার ভোরে এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধস নামে। বাঁধের গাঁয়ে থাকা বড় বড় গাছও নিমেষেই নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। এলাকার মানুষের দাবি, বারে বারে এই এলাকায় বাঁধে ধস নামলেও শক্তপোক্ত ভাবে বাঁধ মেরামতির কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বারে বারে কংক্রিটের বাঁধের দাবি উঠলেও সেই বাঁধ তৈরি হয়নি। কোনও মতে বাঁধ মেরামত করা হচ্ছে। যে কোনও দিন এই বাঁধ ভেঙে বাসন্তী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হবে বলে আশঙ্কা তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দা ইদ্রিশ লস্কর, মৌসুমি হালদাররা বলেন, " বর্তমানে বাঁধের যা পরিস্থিতি তাতে আমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছি। যেভাবে বাঁধে ধস নেমেছে তাতে দ্রুত শক্তপোক্ত ভাবে বাঁধ মেরামতি না হলে অদূর ভবিষ্যতে বড়সড় ভাঙন দেখা দেবে এই এলাকায়। বাঁধ ভাঙলে নোনা জলে একের পর এক গ্রাম প্লাবিত হবে।"

পূর্ণিমা, অমাবস্যার কটালেই যেখানে বাঁধ ভাঙছে, সেখানে বর্ষার মরশুম বা ঘূর্ণিঝড়ের মরশুমে আরও বড়সড় ক্ষতি হতে পারে বলেই আতঙ্কিত স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা শান্তি শিকদার, নিতাই দলুইরা বলেন, " বাঁধ দীর্ঘদিন ধরে কোনও রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। ফলে বাঁধের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাই অমাবস্যা, পূর্ণিমার কটালে নদীতে জল বাড়লে এরকম ধস নামছে। কোথাও কোথাও বাঁধ ভেঙে গ্রামে জলও ঢুকছে। বর্ষা বা ঘূর্ণিঝড়ের মরশুমে যে কী হবে ভেবেই আতঙ্কিত আমরা।"

তবে এই ধস মেরামতির জন্য ইতিমধ্যেই স্থানীয় বাসন্তী গ্রাম পঞ্চায়েত ও সেচ দফতরের কর্মীরা কাজ শুরু করেছেন। রবিবার সকাল থেকেই ভাঙন এলাকায় বাঁশের খাঁচা ফেলা হচ্ছে জলের ধাক্কা কমানোর জন্য। পাশাপাশি মাটির বস্তা ও বাঁশ দিয়ে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, " ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামতির কাজ দ্রুততার সঙ্গে শুরু হয়েছে। যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সেচ দফতরকে জানানো হয়েছে। যেখানে যেখানে দুর্বল নদীবাঁধ রয়েছে, সেগুলিও মেরামতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

ম্যাট হেনরির দাপুটে বোলিং, ভারত শেষ ২৪৯ রানে

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): ম্যাট হেনরির দাপুটে বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসের নির্ধারিত ওভার শেষে ৯ উইকেটে ২৪৯ রান করেছে রোহিত শর্মার দল।

টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ভারত তিন উইকেট হারিয়েছিল ৩০ রানে। ভারতের নির্ভরযোগ্য তিন ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা শুভমান গিল ও বিরাট কোহলি প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। এই অবস্থা থেকে চতুর্থ উইকেট জুটিতে হাল ধরেন অক্ষর প্যাটেল এবং শ্রেয়াস আইয়ার। ৯৮ রানের জুটি গড়েন তারা। এই দুজনের জুটিতে যখন বড় সংগ্রহের পথে এগোচ্ছিল ভারত, তখনই ব্রেকথ্রু এনে দেন পার্ট টাইম স্পিনার রাচিন রবীন্দ্র। ৪২ রান করে সাজঘরে ফেরেন অক্ষর।অক্ষরের বিদায়ের পর পঞ্চম উইকেটে ৪৪ রানের জুটি গড়েন শ্রেয়াস আইয়ার এবং লোকেশ রাহুল। রানের গতি বাড়াতে গিয়ে খারাপ শটে আউট হন তিনি। ৯৮ বলে ৪ বাউন্ডারি ও ২ ছক্কায় ৭৯ রান করে ফেরেন তিনি। আইয়ারের বিদায়ের পর তাড়াতাড়ি ফিরে যান লোকেশ রাহুল, ২৯ বলে ২৩ রান করে দলীয় ১৮২ রানে।

এরপর হার্দিক পান্ডিয়া-রবীন্দ্র জাদেজাদের মতো পাওয়ার হিটাররা দ্রুত রান তুলতে ব্যর্থ হন। জাদেজা কুড়ি বলে ১৬ রান করেন। তবে হাল ছাড়েননি পান্ডিয়া। ৪ বাউন্ডারি ও ২ ছক্কায় ৪৫ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলে দলকে ২৪৯ রানে পৌঁছে দেন।

নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে সফল বোলার হেনরি। তিনি ৮ ওভার বোলিং করে ৪২ রানে পাঁচ উইকেট নেন।

জিএসআই-এর ১৭৫তম বর্ষে কলকাতা-সহ দেশজুড়ে ২৭ স্থানে ওয়াকাথন

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : জিএসআই এর ১৭৫তম স্থাপনা বর্ষ উপলক্ষে রবিবার দেশজুড়ে ওয়াকাথন সম্পন্ন হলো। জিএসআই-এর উদ্যোগে কলকাতা সহ দেশব্যাপী ২৭ জায়গায় একযোগে তা হয়েছে। এই বছরের থিম - সুরক্ষিত বিশ্বের জন্য ভূবিজ্ঞান। এদিন সল্টলেকের দু নম্বর ব্লকে দুই অলিম্পিয়ান সুস্মিতা সিংহ রায় ও সোমা বিশ্বাস এর সূচনা করেন। সেইসঙ্গে সংস্থার অধিকর্তা অসিত সাহা পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করেন। ২.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি অংশগ্রহণকারী যোগদান করেন। দৌড় শেষে পদক দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব কুমার সিং - নির্দেশক (মাইনিং), হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড, ড. জয়েশ বাগচি, ড. জয়দীপ গুহ প্রমুখ।

কেরলকে হারিয়ে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ

নাগপুর, ২ মার্চ(হি.স.) : ঘরোয়া ক্রিকেটে দাপট দেখিয়ে রবিবার বিদর্ভ রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হল। ফাইনালে কেরলকে হারাল তারা। গত ৮ বছরে এই নিয়ে ৩ বার তারা রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল। ফাইনালে প্রথম ইনিংসে লিড থাকার জন্য বিদর্ভ চ্যাম্পিয়ন হল। এর আগে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা।

নাগপুরের মাঠে প্রথমে ব্যাট করে ৩৭৯ রান করে বিদর্ভ। দানিশ মালেওয়ার করেন ১৫৩ রান। অভিজ্ঞ করুণ করেন ৮৬ রান। জবাবে প্রথম ইনিংসে কেরল করে ৩৪২ রান। অধিনায়ক সচিন বেবি করেন ৯৮ রান। ৩৭ রানের লিড পায় বিদর্ভ।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ভাল ব্যাটিং করে বিদর্ভ। প্রথম ইনিংসে শতরানকারী দানিশ করেন ৭৩ রান। আর করুণ এই ইনিংসে করেন ১৩৫ রান। এটি ছিল তাঁর মরশুমে নবম সেঞ্চুরি। বিদর্ভকে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট করতে পারেনি কেরল। বিদর্ভের রান যখন ৩৭৫ রানে ৯ উইকেট তখন দুই দল খেলা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হয় বিদর্ভ।

রমজানে ইংল্যান্ড ও বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ফুটবলে বিশেষ উদ্যোগ

লন্ডন, ২ মার্চ (হি.স.): শুরু হয়েছে রমজান মাস। রমজান মাসে ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনেই পানাহার থেকে দূরে থাকেন ইসলাম ধর্মের ফুটবলাররা। আর তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান জানাতে বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলিশ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফএ শনিবার থেকে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

রমজান মাসে সূর্য্যাস্তের সময়ে চলমান এফএ কাপের সব ম্যাচেই বিশেষ বিরতির ব্যবস্থা করেছে এফএ।

নির্বিঘ্নে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য পুলিশি তৎপরতা

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : সোমবার থেকে শুরু এ রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিকে, যাদবপুরের ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে আবার ওইদিন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। কলকাতা সহ রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ করছে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ। এ নিয়ে রবিবার লালবাজারে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান নগরপাল মনোজ ভার্মা। উপস্থিত ছিলেন জাভেদ শামিম। তিনি বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সব রাস্তায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। জোর করে রাস্তা অবরোধ বা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা হলে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। পরীক্ষার্থীরা যে কোনও অসুবিধার মধ্যে পড়লে যেন ১০০ বা ৯৪৩২৬১০০৩৯ নম্বরে ফোন করে। পুলিশের তরফে সমস্তভাবে তাদের সহযোগিতা করা হবে।

৩ মার্চ উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরে তুষাপাতের পূর্বাভাস, হবে বৃষ্টিও

শ্রীনগর, ২ মার্চ (হি.স.): সোমবার ৩ মার্চ উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। তুষারপাতের পাশাপাশি বৃষ্টিও হতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩ মার্চ উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে উঁচু পাহাড়ে আর সমতলে হবে বৃষ্টি।

তবে ৪ থেকে ৯ মার্চ পর্য্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এরপর ১০-১২ মার্চ আবারও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষকদের কৃষিকাজ ও অন্যান্য কার্যক্রম ৪ মার্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

শিয়ালদহ স্টেশনে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনা বাজেয়াপ্ত, ধৃত এক

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বাজারমূল্যের সোনা সহ এক কিশোর ধৃত। শিয়ালদহ জিআরপি ও আরপিএফ এর যৌথ অভিযানে এই সোনা উদ্ধার হয়েছে বলে পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।সাব ইন্সপেক্টর হরদেশ কুমার ও কনস্টেবল অতুল কুমারকে এই তল্লাশি অভিযানে সাহায্য করেন মহিলা কনস্টেবল মাধুরি পাঠক। জানা গেছে, প্ল্যাটফর্মে জনৈক সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি করছিল। তার কাছ থেকে ৩৪৮.৭৯ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়। সে কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

সর্দার প্যাটেলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদীর, সোমনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী

সোমনাথ, ২ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিন দিনের সফরে গুজরাট পৌঁছেছেন। আগামী দু''দিন বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। রবিবার সোমনাথ মন্দিরে পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, তার আগে শ্রী সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির প্রাঙ্গণে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই মন্দির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শ্রী সোমনাথ ট্রাস্টের একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী হলেন এই ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন।

গুজরাটে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। পশু উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বানতারা সফরের পর তিনি সাসননগির জাতীয় উদ্যান পরিদর্শন করবেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদের (এনবিডব্লিউএল) একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। এই পর্ষদে সেনাপ্রধান, বিভিন্ন রাজ্যের সদস্য, এ ক্ষেত্রে কর্মরত এনজিওর প্রতিনিধি, মুখ্য বনপাল এবং বিভিন্ন রাজ্যের সচিব-সহ ৪৭ জন সদস্য রয়েছেন।

আগামীকাল সোমবার পাথারকান্দিতে নাট্য মিলন সন্ধ্যা

পাথারকান্দি (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : আগামীকাল সোমবার (৩ মার্চ) পাথারকান্দি নাট্যজনের উদ্যোগে এবং পাথারকান্দি কলেজ অব এডুকেশনের সহযোগিতায় নাট্য মিলন সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন বেলা দুটো থেকে বিএড কলেজ অডিটরিয়ামে নাট্য মিলনের মঞ্চে নাটক পরিবেশন করবেন পশ্চিমবঙ্গের নাট্যদল থিয়েটার ওয়ার্কার্স রেপার্টরির কলাকুশলীরা।

নাট্য মিলনে সকল নাট্যপ্রেমী দর্শকদের উপস্থিতি কামনা করেছেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা।

রবিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দীর্ঘক্ষণ ল্যাপটপ ব্যবহারে হাতে ব্যথা হচ্ছে ! কোন উপায়ে সমাধান ?

তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা হোক বা গ্রাফিক্স ডিজাইন বা বিজ্ঞাপনী সংস্থা অথবা সংবাদমাধ্যম, বহু পেশাতেই এখন দীর্ঘক্ষণ ল্যাপটপ কিংবা ডেস্কটপ ব্যবহার করতে হয়। দিনের পর দিন দীর্ঘক্ষণ কি-প্যাড ও মাউজ ব্যবহারের ফলে কারও কারও, কখনও কব্জিতে, কখনও কনুইতে, কখনও কাঁধ ও বাহুর সংযোগস্থলে ব্যথা হয়। এমনকী আঙুলেও ব্যথা হয়। খুব ব্যথা হলে ব্যাথানাশক ওষুধ খেলে সাময়িক কষ্ট কমে ঠিকই, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উপযুক্ত ভঙ্গিমা- যে চেয়ারে বসে কাজ করছেন তার সঙ্গে টেবিলে রাখা ল্যাপটপের দূরত্ব কতটা, চোখের দৃষ্টির সঙ্গে কোন কৌণিক দূরত্বে সেটি রাখা আছে, তা ভীষণ জরুরি। কাজ করার সময় সঠিক ভঙ্গিতে বসা দরকার। শিরদাঁড়া সোজা রেখে বসতে হবে। বসার ভঙ্গিতে গন্ডগোল হলে হাতে তো বটেই, কাঁধে এমনকি মাথাতেও ব্যথা হতে পারে।

মাউজ- সারা দিন যাঁদের মাউজ চালনা করতে হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে সঠিক মাউজ নির্বাচন খুব জরুরি। বিভিন্ন দামের, বিভিন্ন আকারের মাউজ আছে। আপনার হাতের জন্য কোনটা উপযুক্ত হবে বুঝে নিতে হবে। কোনও মাউজ বেশি চ্যাপ্টা হয়, কোনওটা একটু উঁচু, কোনটা ব্যবহারে সুবিধা হচ্ছে দেখতে হবে। কব্জিতে যাতে বেশি চাপ না পড়ে এমন মাউজও আছে।

কি-বোর্ড- ল্যাপটপের আকার অনুযায়ী কি-বোর্ডও ছোট-বড় হয়। ছোট কি-বোর্ড ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যবহার করে টাইপ করে হাতে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। কারণ, এতে বাহু ঠিকমতো প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায় না। যার জেরে আঙুল, কাঁধ ও বাহুর সংযোগস্থলে ব্যথা হয়। এক্ষেত্রে আলাদা করে প্রশস্ত কি বোর্ড জুড়ে কাজ করলে সুবিধা হতে পারে।

কনুইয়ের অবস্থান- ল্যাপটপে কাজের সময় কনুই দীর্ঘক্ষণ ঝুলে থাকলে হাতে ব্যথা হতে পারে। এক একজনের, এক এক কারণে ব্যথা বা সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে কোনও কিছুর উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে কাজ করতে পারেন।

বিরতি দরকার- টানা কাজের বদলে মাঝেমধ্যে বিরতি নিন। খানিকটা হেঁটে আসুন। হাত-পা প্রশস্ত করে নিন। কব্জি ঘুরিয়ে ব্যায়াম করে নিতে পারেন। হাতের তালুতে ব্যথা হলে, নরম বল রাখতে পারেন। বলে চাপ দিলেও হাতের ব্যায়াম হয়।

তবে এতেও কাজ না হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ দিতে হবে। বিষয়টি এড়িয়ে গেলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

তেঁতুল দেহে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে

তেঁতুল আমাদের দেশের বসন্তকালের টকজাতীয় ফল হলেও সারা বছর পাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা তেঁতুল খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তেঁতুল খেলে রক্ত জল হয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, বরং তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পুষ্টি ও ভেষজ গুণ। তেঁতুল দেহে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগীদের জন্য খুবই উপকারী। তেঁতুল দিয়ে কবিরাজি, ইউনানী, হোমিও ও এলোপ্যাথিক ওষুধ তৈরি করা হয়। তেঁতুলকে হার্টের টনিক বলা হয়। এটা লিগুমিনোসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তেঁতুলের ফলে এসিডিক পাল্প থাকে। এটা সরাসরি খাওয়া যায় এবং জ্যাম, জেলী, আচার, সিরাপ ও পানীয় তৈরী করেও

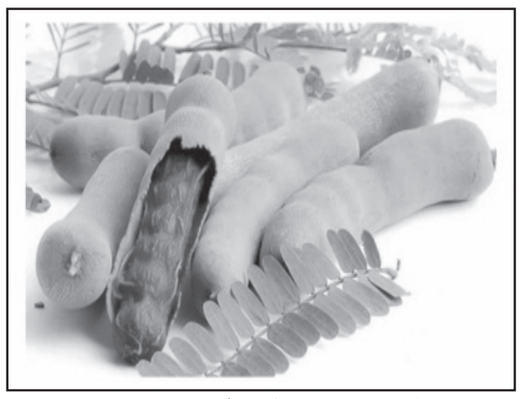

খাওয়া যায়। তেঁতুলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন, আঁশ, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিদ্যমান। তেঁতুল যেসব রোগের জন্য উপকারী তার মধ্যে-স্কার্ভি রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীর জ্বালা করা অন্যতম। এসব রোগে তেঁতুলের শরবত খুব উপকারী। তেঁতুল রক্তের কোলেস্টেরল কমায়। দেহের মেদভুঁড়ি কমায়। পেটে গ্যাস হলে তেঁতুলের শরবত খেলে ভালো হয়। তেঁতুল খেলে কোনো ক্ষতি হয় না। তবে বেশি খেলে রক্তের চাপ কমে যেতে পারে। তবে প্রতিদিন কমপক্ষে বীজ ছাড়া আঁশসহ ২৫ গ্রাম তেঁতুল লবণ ও মিষ্টি ছাড়া ভক্ষণ করলে ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে তেঁতুল খেলে সেক্স কমে যায়, কিন্তু নিয়মিত তেঁতুল খেলে শরীর থেকে অতিরিক্ত ফ্যাট বের হয়ে সেক্স আরো বাড়িয়ে দেয়। পাকা তেঁতুল কফ ও বায়ুনাশক, খিদে বাড়ায় ও উষ্ণবীর্য হয়। তেঁতুল খাওয়ার পরে যদি পাতলা পায়খানা হয় তাহলে বোঝা যাবে তেঁতুল শরীরে ভাল কাজ করছে। প্রতিদিন নিয়মিত তেঁতুল খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায় তার কিছু নিম্নে বর্ণনা করা হল: * তেঁতুল হার্ট ভাল রাখে। * তেঁতুল ডায়াবেটিস কমায়। * তেঁতুল শরীরের কোলেস্টেরল ও ফ্যাট কমায়। * তেঁতুল শরীরের ত্বকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ত্বক ভাল রাখে। * তেঁতুল এন্টিঅক্সিডেন্টের একটি ভাল উৎস যা ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। * তেঁতুল তাপমাত্রা কমিয়ে জ্বর সারায়। * তেঁতুল ঠান্ডা লাগা রোগে উপকারী। * তেঁতুল শরীরের পরিপাক ক্রিয়া সক্রিয় রাখে। * তেঁতুল হজমে সাহায্য করে। তেঁতুল ক্ষুধা বাড়ায়। * তেঁতুল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। * তেঁতুল শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। * তেঁতুল জন্ডিস রোগে উপকারী। এছাড়াও তেঁতুল গাছের ছাল, ফুল, পাতা, বিচি ও ফল সবই ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তেঁতুল বীজের শাঁস পুরনো পেটের অসুখে উপকারী। তেঁতুল পাতার রস কৃমিনাশক ও চোখ ওঠা সারায়। মুখে ঘা বা ক্ষত হলে পাতা তেঁতুল জলে কুলকুচি করলে উপকার পাওয়া যায়।

নিয়মিত হাঁটাহাঁটিতে সুস্থ হৃদপিণ্ড

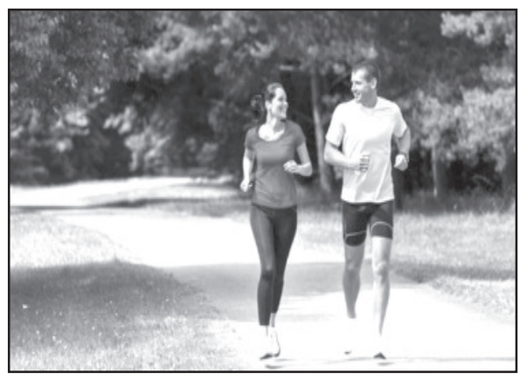

হাঁটা সবচেয়ে সহজ ব্যায়াম। ছোট-বড় যে কেউ নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন।হাঁটলে প্রাকৃতিকভাবে পাবেন সুস্থতা ও প্রাণবন্ত অনুভূতি।

১. সুস্থ হৃদপিণ্ড, সুন্দর জীবনঃ যারা নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন তাদের হার্টের অসুখ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। এছাড়া হাঁটার সময় শরীর থেকে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এলডিআর কমে যায় ও ভালো কোলেস্টেরল এইচডিআর-এর মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া শরীরের রক্তচলাচল স্বাভাবিক থাকে।এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের স্ট্রোক এসোসিয়েশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটেন, তাদের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। যাদের উচ্চরক্তচাপ রয়েছে, তাদের উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ হয়। এছাড়া নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করলে শতকরা ২৭ ভাগ পর্যন্ত উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যা কমে। ফলে হার্টের বিভিন্ন রোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।

২. বাড়বে সুস্থতাঃ যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে ডাক্তারের পরামর্শে তারা নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করেন। এতে অবশ্য তারা উপকার পান। মজার কথা এতে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমে যায়। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নিয়মিত হাঁটলে ৬০ ভাগ পর্যন্ত কোলন ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো। ৩. ওজন নিয়ন্ত্রণের অসাধারণ ব্যায়ামঃ ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন রকম ব্যায়াম করতে দেখা যায়। যদি ওজন কমাতে চান, তবে প্রতিদিন ৬০০ ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যেটা একদিনের খাবার থেকে প্রাপ্ত ক্যালরির চেয়ে বেশি। যার ওজন ৬০ কেজি তিনি যদি প্রতিদিন ঘণ্টায় ২ মাইল গতিতে ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করেন, তবে ৭৫ ক্যালরি শক্তি ক্ষয় করতে পারেন। যদি ঘণ্টায় ৩ মাইল গতিতে হাঁটতে অভ্যস্ত হন তবে, ৯৯ ক্যালরি পুড়িয়ে ফেলতে পারেন। ঘন্টায় ৪ মাইল গতিতে হাঁটলে আরও বেশি ক্যালরি ক্ষয় করতে পারবেন। এতে ক্যালরি ক্ষয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫০। হাঁটলে দেহের পেশীগুলো আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ৪. স্মৃতিশক্তি বাড়ে বয়স বাড়ার সঙ্গে সাধারণত মানুষের স্মৃতিশক্তি কমে যায়। ৬৫ বা এর বেশি বয়সীদের মধ্যে প্রতি ১৪ জনের মধ্যে ১ জনের স্মৃতিভ্রম হয়। আর ৮০ বা এর বেশি বয়সীদের ৬ জনের মধ্যে ১ জনের দেখা দেয় স্মৃতি হারানোর রোগ। নিয়মিত বিভিন্ন ব্যায়াম অনুশীলনে মস্তিষ্কে রক্তচলাচল বাড়ে। এতে স্মৃতিহানি হওয়ার ঝুঁকি ৪০ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়। ৫. পায়ের শক্তি বাড়ায়ঃ হাঁটলে শুধু পায়ের শক্তিই বাড়ে না পায়ের আঙুলেরও ব্যায়াম হয়। এছাড়া কোমর এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নড়াচড়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ থাকে।

৬. বাড়ে পেশীশক্তিঃ হাঁটলে শুধু পা চলে না দুহাতও সমান তালে চলে। এতে হাতের প্রতিটি জয়েন্ট, ঘাড় ও কাঁধের ব্যায়াম হয়। ব্যাকপেইনের সমস্যা কমে যেতে পারে নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে।

৭. ভিটামিন ডিঃ দিনের আলোতে, বিশেষ করে সকালে হাঁটার অভ্যাস করলে শরীর ভিটামিন ডি-তে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন খাবার থেকে খুব অল্প পরিমাণে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত ৪ হাজার ৪৪৩ জনের শরীরে ভিটামিন ডি-এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে। দেখা গেছে যাদের শরীরে ভিটামিন ডি পর্যাপ্ত রয়েছে তারা অন্যদের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ সময় রোগটির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারে। ৮. প্রাণবন্ত শরীর ও মনঃ সকালের প্রকৃতি এমনিতেই থাকে স্নিগ্ধ। এ সময় হাঁটার মজাই আলাদা। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের সময় মন স্বাভাবিকভাবেই ফুরফুরে থাকে, শরীর ও মন সতেজ হয়। শরীরের প্রতিটি জয়েন্টে অক্সিজেনের প্রাণপ্রবাহে মাংসপেশীগুলো শিথিল ও রিলাক্সড হয়। ৯. সুখ প্রতিক্ষণঃ যাদের নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস, তাদের সঙ্গীর অভাব হয় না। একজন আরেকজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন আনন্দের মুহূর্তগুলো। সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বাড়ার পাশাপাশি মানসিকচাপ ও টেনশন কমে শুরু করে।

কোন খাবার তালিকায় রাখলে পেট ভাল থাকবে?

খাবার হজম থেকে পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে অন্ত্রে থাকা কিছু উপকারী ব্যাক্টিরিয়া। পেটের ভিতর থাকে কিছু খারাপ ব্যাক্টিরিয়াও। ভাল-খারাপের যুদ্ধে, উপকারী ব্যাক্টিরিয়া জিতে গেলেই হজমে সমস্যা হয় না। পেট ঠিক থাকে। পেট ভাল রাখার জন্য শরীরের জন্য উপকারী খাবার খাওয়া দরকার।

সাদা পাঁউরুটি, কার্বনযুক্ত পানীয়, আইসক্রিম খেতে ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু উচ্চ মাত্রার চিনি শরীরে গেলে ক্ষতি হয়।

তাই খাদ্যতালিকায় যদি কিছু বদল আনা যায়, স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকে না। সাদা পাউরুটির বদলে মাল্টিগ্রেন ব্রেড- ময়দার পাঁউরুটি খাওয়া ভাল নয়। বদলে ব্রাউন ব্রেড বা মাল্টিগ্রেন ব্রেড খেতে পারেন। এ ছাড়া কিনোয়া বা ওট খেলেও পেট ভাল থাকবে। এই সমস্ত খাবারে উচ্চ মাত্রায় ফাইবার থাকে। যা উপকারী ব্যাক্টিরিয়ার জন্য প্রয়োজন। সসেজের বদলে তাজা মাংস- বাজারচলতি সসেজ যাতে দীর্ঘ দিন ভাল থাকে, সে জন্য নানা রকম রাসায়নিক দেওয়া হয়। পর্রক্রিয়াজাত রাসায়নিক ব্যবহার হয় ''ফ্রোজেন ফুড''-এ। এই ধরনের খাবারের বদলে টাটকা ডিম, মাংস, মাছ খেতে পারেন। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, যেমন বিভিন্ন ধরনের ডাল রাখতে পারেন মেনুতে। বাজারচলতি পানীয়ের বদলে ভেষজ চা, ফলের রস বাজারচলতি ফলের রসেও অনেক সময় চিনি যোগ করা থাকে। ব্যবহার হয় প্রক্রিয়াজাত রাসায়নিকও। তাই এই ধরনের ফলের রস বা প্যাকেটজাত যে কোনও রকমের পানীয়ের বদলে ঘরে তৈরি ফলের রস, ভেষজ চা খেতে পারেন। বিভিন্ন ফল কেটে জলে মিশিয়ে ডিটক্স পানীয় তৈরি করে রাখতে পারেন। এতেও শরীর ভাল থাকে। ডিটক্স পানীয় খেলে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়।

আলুর চিপ্সের বদলে রাগি চিপ্স- বাজার চলতি আলুর চিপসের বদলে রাগি, মিষ্টি আলু দিয়ে বাড়িতে এয়ার ফ্রায়ারে চিপ্স বানিয়ে নিতে পারেন। গাজর, আলু বাড়িতেই স্যতে করে খেতে পারেন। সসের বদলে কাবুলিছোলা দিয়ে তৈরি হামাস ব্যবহার করলে শরীরে প্রোটিন যাবে।

আইসক্রিমের বদলে দই- আইসক্রিমের বদলে ঘরে পাতা দই খেতে পারেন। "গ্রিক ইয়োগার্ট" পেটের জন্য খুব ভাল। দই প্রোবায়োটিক হিসাবে কাজ করে। এ ছাড়া কার্বনযুক্ত পানীয়ের বদলে নারকেলের জল, ফলের রসও খেতে পারেন।

লাউ চচ্চড়ি, ঘন্ট না বানিয়ে ৩ মুখরোচক খাবার বানিয়ে নিন

লাউ শুনলেই খুদের মুখটি বেজায় ব্যাজার হয়। পাতে থাকলে তো লঙ্কাকাণ্ড বাঁধার উপক্রম হয়। তবে শুধু খুদেকে দুষে লাভ নেই। বড়রাও যে সোনামুখ করে লাউ খান, তাও নয়। লাউয়ের প্রতি সকলের এত বিরাগ থাকা সত্ত্বেও এই সব্জিটি শরীরের যথেষ্ট খেয়াল রাখে। লাউয়ে জলের পরিমাণ এত বেশি যে, শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হতে দেয় না।

তা ছাড়া উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের লাউ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। চচ্চড়ি কিংবা ঘণ্ট যদি খেতে ইচ্ছা না করে, তা হলে লাউ দিয়ে অন্য খাবারও বানিয়ে নিতে পারেন।

লাউয়ের পরোটা

পরোটার নাম শুনলে মুখে হাসি ফুটে। লাউ দিয়ে বানালে শরীরও ভাল হবে। লাউ সেদ্ধ করে ময়দার সঙ্গে মেখে নিন। তার পর লেচি বানিয়ে পরোটার মতো করে বেলে তেল অথবা ঘিয়ে ভেজে নিন। লাউয়ের পরোটার সঙ্গে অন্য তরকারি না খেলেও চলবে।

লাউয়ের ফ্রিটার্স

সন্ধ্যাবেলায় চায়ের সঙ্গে একটু মুচমুচে খাবার খেতে ইচ্ছা করে। নিমকি, চানাচুর আর চপ-শিঙাড়া না খেয়ে বরং লাউ দিয়ে বানাতে পারেন ফ্রিটার্স। বাড়িতে এয়ার ফ্রায়ার থাকলে আরও সুবিধা। তেলেও ভাজতে হবে না। তার পর মেয়োনিজে মাখিয়ে মুখে পুরলে মন এবং পেট দুই-ই আনন্দে ভরে যাবে। কোফতা মাংসের কোফতা তো খেয়েছেন, স্বাদ বদলে একটু লাউয়ের কোফতা চেখে দেখবেন নাকি? লাউ সেদ্ধ করে তার সঙ্গে বেসন এবং অন্যান্য মশলা মেখে কোফতার আকারে গড়ে নিন। তার পর কোফতাগুলি ডোবাতে লে ভেজে নিয়ে মাংসের মতো করে রান্না করুন। লাচ্ছা পরোটা কিংবা রুটির সঙ্গে বেশ লাগবে।

ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে চিজ স্প্রেড খেতে পারেন না?

বাড়িতে চিজ স্প্রেড থাকলে আর জলখাবারে কী খাবেন তার চিন্তা করতে হয় না। পাউরুটি টোস্টের সঙ্গে একটু চিজ স্প্রেড লাগিয়ে ডিম কিংবা সব্জির সঙ্গে খেয়ে নিলেই হল! বাড়ির ছোট থেকে বড়, সকলেই চিজ স্প্রেড খেতে ভালবাসেন। তবে পুষ্টিবিদ আর চিকিৎসকদের মতে, চিজ স্প্রেড দীর্ঘ দিন ভাল রাখার জন্য তাতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক মেশানো থাকে, অরিরিক্ত মাত্রায় নুনও থাকে যা শরীরের জন্য মোটেও ভাল নয়। তা ছাড়া বাজার থেকে কেনা চিজ স্প্রেডে এতটাই ক্যালোরি থাকে যে, যাঁরা স্বাস্থ্যসচেতন, তাঁদের ইচ্ছে থাকলেও এই খাবারটি থেকে দূরে থাকতে হয়।

বাড়িতে কিন্তু অল্প উপকরণ দিয়েই স্বাস্থ্যকর চিজ স্প্রেড বানিয়ে ফেলতে পারেন, যার স্বাদ হবে দোকানের থেকেও ভাল। জেনে নিন কী ভাবে স্বাস্থ্যকর উপায়ে দোকানের মতো চিজ স্প্রেড বাড়িতেই বানাবেন। উপকরণ, ১ লিটার দুধ, ৩ টেবিল চামচ লেবুর রস, ২ টেবিল চামচ জল, স্বাদমতো নুন, ১৫০ গ্রাম জল ঝরানো দই, ১টি চিজ কিউব প্রণালী: দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে লেবু ও জলের মিশ্রণ দিয়ে দিন। দুধ ভাল করে ফেটে গেলে ১ লিটার দুধ থেকে প্রায় ২০০ গ্রাম ছানা পেয়ে যাবেন। এ বার মসলিন কাপড়ে মিশ্রণটি ঢেলে ছানা থেকে জল ঝরিয়ে নিন। খুব বেশি জল ঝরানোর প্রয়োজন নেই।

এ বার ছানার মিশ্রণটি একটি মিক্সারে ঢেলে তার সঙ্গে নুন আর একটি চিজ কিউব দিয়ে ভাল করে বেটে নিতে হবে।

এ বার মিশ্রণটির সঙ্গে জল ঝরানো দই মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে চিজ স্প্রেড।

কোন ঘরে কেমন আলো

আলোর সঠিক ব্যবহারে অন্দরসজ্জায় আসবে ভিন্নতা। আলোর কৌশলী ব্যবহারে ঘরের আবহে চমৎকার পরিবর্তন আসতে পারে। ফ্ল্যাটের আয়তনের কারণে বিশাল আর নকশাদার ঝাড়বাতির ব্যবহার কমছে। ছিমছাম নকশা আর পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য অনেকেই পছন্দ করছেন ঝুলন্ত বাতি। শুধু বসার ঘর বা খাবার টেবিলের ওপর নয়, প্যাসেজ, রান্নাঘর থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই এর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। আলো এবং ছায়াকে কেন্দ্র করে বিশেষ কিছু স্থানকে সুনির্দিষ্ট ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, জানালেন অন্দরসজ্জা প্রতিষ্ঠান চতুষ্কোণের পরিচালক কান্তা কবির। ঝুলন্ত বাতি সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করে। শোবার ঘরেও থাকতে পারে ঝুলন্ত আলোর ব্যবস্থা।

শোবার ঘরে- শোবার ঘরের বিছানার পাশের দেয়ালে ছোট টেবিলে ল্যাম্প রাখা যায় অথবা ঝুলন্ত আলো। ঘুমানোর আগে বই পড়ার ক্ষেত্রে অথবা প্রয়োজনীয় কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। শোবার ঘরে নরম আলো ব্যবহার করলেও টেবিলের জন্য উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে স্পটলাইট ব্যবহার করা যায়। সিলিংয়ে সারফেস লাইট, কনসিল লাইট, স্পটলাইট, ফলস সিলিঙের পকেট লাইটও (এলইডি) লাগানো যায়। শোবার ঘরে ওয়ার্ক স্টেশনের ব্যবস্থা থাকলে সেখানে উজ্জ্বল বাতির ব্যবহার করুন। এ ছাড়া শোবার ঘরে ফ্লোরস্ট্যান্ড ল্যাম্প ব্যবহার করা যায়। ড্রেসিং টেবিল ও আয়নার সামনে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা রাখুন। সেখানেও ঝুলন্ত বাতি দেওয়া যেতে পারে। ড্রেসিং টেবিলের আলো যেন আয়নার বিপরীত দিকের দেয়ালে না হয়। সাধারণত শোবার ঘরে ১২০-১৫০ বর্গফুটের জন্য ৫০-৬০ ওয়াটের এলইডি বাতি মানানসই। এ ক্ষেত্রে পুরো ঘরের জন্য ৩০ ওয়াট এবং ড্রেসিং ইউনিটের জন্য ৩০ ওয়াটের বাতি লাগান। বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্পের জন্য ২০ ওয়াটই যথেষ্ট। শোবার ঘরের এক কোণে স্টাডি কর্নার থাকলে একটি ঝুলন্ত বাতিতে কাজ আর সাজ একসঙ্গে মিলবে।

খাবার ঘরে- খাবার টেবিলের ওপর বাড়তি আলোর জন্য ঝুলন্ত বাতি বেশ কাজে দেবে, দেখতেও ভালো লাগবে। সঙ্গে যদি দেয়ালে কোনো ছবি অথবা পেইন্টিং থাকে, তবে সেটাকে আলোকিত করার জন্য উষ্ণ আলোর স্পটলাইট, যেটা নাড়াচাড়া করা যায় (এলইডি বাতি হলে ভালো) ব্যবহার করতে পারেন।

টেবিলের আকৃতি অনুযায়ী দুই বা তিনটি বাতি সিলিং থেকে সারি বেঁধে ঝুলিয়ে দিন। গোলাকার টেবিলে সারি বেঁধে না দিয়ে ত্রিভুজ আকারে ঝোলালে ভালো দেখাবে। বাতি এমনভাবে ঝোলাতে হবে, যেন আলো খাবারে পড়ে, বাতির শেডটি যেন খুব নিচু না হয়। যদি খাবার ঘরের পাশেই রান্নাঘর থাকে, তবে কিচেন কাউন্টারের সাজে নকশাদার একটি ঝোলানো বাতি পরিপূর্ণতা এনে দেবে। বাতির দোকান পেন্ট হাউসের একজন বিক্রয়কর্মী জানান, এক ঘরে এক ধরনের আলো না রেখে কয়েক রকম আলোর সংমিশ্রণ করা যায়।

বসার ঘরের সাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে ঝোলানো বাতি বেছে নিতে পারেন

বসার ঘর- সেন্টার টেবিলের ওপর গুচ্ছ আকারে বা সার বেঁধে তিন থেকে চারটি ঝুলন্ত বাতি ব্যবহার করতে পারেন। ঘরের কোনা সাজানো থাকলে সেখানেও দু-একটি ঝোলানো বাতি দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বাতিগুলো একই সমান্তরালে না দিয়ে ওপর-নিচ করে লাগান। বসার ঘরের সাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে দেশীয় বা আধুনিক যেকোনো থিমের ঝোলানো বাতি বেছে নিতে পারেন। এতে আলো-আঁধারির মধ্যে আড্ডা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

শিশু---কিশোরদের ঘরের জন্যও কোমল আলো ভালো। তবে পড়ার টেবিলে থাকতে হবে উজ্জ্বল আলো। বাচ্চাদের ঘরে তাদের পছন্দের কোনো চরিত্র বা খেলনার আদলে তৈরি বাতি দিতে পারেন।

শিশুর ঘরে বিছানার ওপর, পড়ার টেবিলে বা খেলনার জন্য আলাদা একটি কোনা সাজাতে পারেন রিকশা, সাইকেল, গাড়ি, ফুটবল ইত্যাদির আদলে তৈরি বাতি দিয়ে। করিডরে- করিডরের ক্যাবিনেটে একটি ঝুলন্ত বাতি সৌন্দর্য বাড়াবে বহুগুণ। বারান্দায় বসার ব্যবস্থা থাকলে সঙ্গে ঝুলন্ত বাতি ঝুলিয়ে দিন। এখানে দেশীয় মোটিফের গোলাকার বা বলের মতো ঝুলন্ত বাতি ভালো মানাবে।

রবিবার আগরতলায় ক্রীড়া বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

৪ মার্চ থেকে সময়সূচি বদল গুয়াহাটি-মুম্বাই এলটিটি এক্সপ্রেসের

গুয়াহাটি, ২ মার্চ (হি.স.) : ট্রেন নম্বর ১৫৬৪৮ গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস আগামী ৪ মার্চ থেকে সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গতিশীলতা ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নতুন সময়সূচিটি স্থায়ীভাবে নির্ধারিত স্টপেজে বাস্তবায়িত হবে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা আজ রবিবার এক প্রেস বিবৃতি জারি করে জানান, ট্রেন নম্বর ১৫৬৪৮ গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস ট্রেন ০৬:৪৬ ঘণ্টায় সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছবে এবং সেখান থেকে ০৬:৫১ ঘণ্টায় রওয়ানা দেবে। ট্রেনটি কহলগাঁও পৌঁছবে ০৭:২৮ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে ০৭:৩০ ঘণ্টায় রওয়ানা দেবে।

একইভাবে, ট্রেনটি ভাগলপুর স্টেশনে পৌঁছবে ০৮:৩০ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে ০৮:৪০ ঘণ্টায় রওয়ানা দেবে, সুলতানগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছবে ০৯:০৩ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেবে ০৯:০৫ ঘণ্টায়, বরিয়াপুর পৌঁছবে ০৯:২৪ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেবে ০৯:২৬ ঘণ্টায়, জামালপুর জংশন পৌঁছবে ০৯:৪১ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেবে ০৯:৫১ ঘণ্টায়, অভয়পুর পৌঁছবে ১০:১০ ঘণ্টায় এবং সেখান থেকে রওয়ানা দেবে ১০:১৩ ঘণ্টায়।

এভাবে ট্রেনটি তার শেষ গন্তব্য লোকমান্য তিলক টার্মিনাস (মুম্বাই) পৌঁছবে।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, নতুন এই সময়সূচির ফলে ট্রেনগুলির চলাচল আরও ভালো হবে।

যাত্রা করার আগে ন্যাশনাল ট্রেন ইনকুয়ারি সিস্টেম (এনটিইএস)-এ প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে ট্রেন চলাচলের স্থিতি এবং সময়সূচি সম্পর্কিত বিবরণ যাচাই করে নিতে যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে প্রেস বিবৃতিতে।

বিশ্ব শ্রবণ দিবসের প্রাক্কালে কলকাতায় সচেতনতা পদযাত্রাতে সামিল বহু

কলকাতা, ২ মার্চ (হি. স.) : প্রতি বছর ৩ মার্চ দিনটি বিশ্বজুড়ে বিশ্ব শ্রবণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এর প্রাক্কালে কলকাতায় এই উপলক্ষে রবিবার স্পিচ এন্ড হিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, রাজ্য শাখার উদ্যোগে রাসবিহারী ক্রসিং থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা হল। বাক ও শ্রবণ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি যারা এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন সংশ্লিষ্ট ছেলেমেয়ে এবং তাদের অভিভাবকেরাও পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। তবে পদযাত্রার মূল উদ্যোক্তা ও সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক মোঃ শাহিদুল আরেফিন এ প্রসঙ্গে বলেন, চলতি বছরেও বিশ্ব শ্রবণ দিবসের মূল থিম হল - 'ভাবনায় পরিবর্তন আনুন। নিজেকে সচেতন করুন। সকলের জন্য কান ও শ্রবন সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।'তিনি বলেন, শিশুদের শ্রবণ সমস্যা নির্ণয়ের জন্য ইউনিভার্সাল নিউবর্ন হিয়ারিং স্ক্রিনিং নামে একটি সহজ পরীক্ষা রয়েছে, যা উন্নত দেশগুলিতে ৯৮ শতাংশের বেশি নবজাতকের এই পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। অথচ ভারতে তা মাত্র ৫ - ১৫ শতাংশ শিশু এই সুবিধা পায়। এজন্য নাগরিকদের মধ্যেই সচেতনতা বাড়াতে হবে ও সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ইন্ডিয়ান স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ হিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ড. বাবুল বসু বলেন - জোর আওয়াজ, অযথা গাড়ির হর্ন বাজানো সহ নানা কারণেই কানের ক্ষতি হয়। এই সব জিনিস থেকেও দূরে থাকতে হবে। শিশুমঙ্গল হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের চিকিৎসক অমৃতা ভট্টাচার্য বলেন, অতিরিক্ত হেডফোন ব্যাবহারের ফলেও কানে শোনার সমস্যা বাড়ছে। এ ব্যাপারেও মানুষকে সচেতন হতে হবে। কানে শোনার সমস্যা থেকে যারা সাধারণ জীবনে ফিরেছেন সেই সব ছেলে মেয়েদের ও বাবা মায়েরা জানান, এই ধরনের সমস্যায় ভেঙে না পড়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে যান। সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বিশ্বজুড়ে ১.৫ বিলিয়ন মানুষ শ্রবণ সমস্যায় ভুগছেন। এবং তা আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে যা ২.৫ বিলিয়নে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা। এর মধ্যে ১ বিলিয়নের বেশি তরুণ - তরুণী উচ্চস্বরে গান শোনে এর ফলশ্রুতিতেই অতিরিক্ত হেডফোন ব্যবহার করে। এ কারণেই অধিক ঝুঁকিতে রয়েছেন তাঁরা। ভারতবর্ষেও প্রতিবছর ১.১৭ লক্ষ শিশু জন্মগতভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মায়। অথচ উপযুক্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সময়মতো চিকিৎসক বা শ্রবণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিলে কানে শোনা, কথা বলার সমস্যা সহ নানা অসুবিধা বহু ক্ষেত্রেই অনায়াসেই চটজলদি সমাধান করা যায়।

কাজ শেষ হতে একমাস সময় লাগবে, মহিলাদের অর্থ প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে মনোজ

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): দিল্লিতে মহিলাদের ২,৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে রবিবার বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, কাজ শেষ হতে একমাস সময় লাগবে। তাঁর কথায়, '৮ মার্চ থেকে শ্রেণীকরণের কাজ শুরু হবে। আমাদের ক্যাটাগরি তৈরি না হলে কাকে টাকা দেব? রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে ৮ মার্চ এবং কাজ শেষ করতে এক মাস সময় লাগবে।'

আম আদমি পার্টিকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, 'এএপি বিধায়ক কখনই চাইবেন না (সভা চলুক)। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং আমরা চাই সভার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলুক। বিরোধীদেরও সহযোগিতা করা উচিত।'

১০ বছর ধরে দিল্লির জনতার স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে : কপিল মিশ্র

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): দিল্লির পূর্বতন সরকার তথা আম আদমি পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন মন্ত্রী কপিল মিশ্র। তাঁর কথায়, ১০ বছর ধরে দিল্লির জনতার স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। রবিবার কপিল মিশ্র বলেছেন, 'স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে। রিপোর্টটি খুবই উদ্বেগজনক। গত ১০ বছরে মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।'

সমস্ত মহিলাদের ২,৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর গ্যারান্টি এবং সেগুলি সর্বদা পূরণ হয়। কিছু মানুষ চিন্তিত, তাদের চিন্তা করতে দিন।'

মুর্শিদাবাদে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কা, জখম কমপক্ষে ২০

মুর্শিদাবাদ, ২ মার্চ (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী। রবিবার ছুটির দিনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মেহেদীপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে। আহতদের মধ্যে ১৫ জনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার মেহেদীপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষ বেশ জোরালোই ছিল, দুর্ঘটনায় বাসের কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী জখম হয়েছেন।

বড় সিদ্ধান্ত মায়াবতীর, আকাশকে তাঁর পদ থেকে সরালেন বিএসপি প্রধান

লখনউ, ২ মার্চ (হি.স.): বড় সিদ্ধান্ত নিলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র প্রধান মায়াবতী। বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী রবিবার তাঁর ভাইপো আকাশ আনন্দকে জাতীয় সমন্বয়কের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এদিন লখনউতে অনুষ্ঠিত দলের জাতীয় সভায় অনুপস্থিত ছিলেন আকাশ।

এরপরই এই সিদ্ধান্ত নিলেন মায়াবতী। বিএসপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আকাশ আনন্দের জায়গায় মায়াবতী নিজের ভাই আনন্দ কুমার এবং রামজি গৌতমকে জাতীয় সমন্বয়কারী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক এমএমএ-বিজয়ী অরুণাচলের সোনম জোম্বাকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুর

ইটানগর, ২ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক 'ম্যাট্রিক্স ফাইট নাইট ১৬' (এমএমএ) বিজয়ী অরুণাচল প্রদেশের মেয়ে সোনম জোম্বাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

নিজের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডলে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু ম্যাট্রিক্স ফাইট নাইট ১৬-এ সোনম জোম্বার আন্তর্জাতিক খেতাব অর্জনের জন্য তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর রোমাঞ্চকর প্রদর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

'এমএফএন ১৬ (ম্যাট্রিক্স ফাইট নাইট ১৬)-এ অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং অসাধারণ জয়ের জন্য মিস সোনম জোম্বাকে অভিনন্দন। রিংয়ে আপনার নিষ্ঠা, শক্তি এবং দক্ষতা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। এমএমএ যাত্রায় আপনার সাফল্য অব্যাহত থাকুক - ভবিষ্যতে আরও উচ্চতায় পৌঁছন আপনি।'

উল্লেখ্য, গতকাল ১ মার্চ দিল্লির সিরিফোর্ট স্টেডিয়ামে স্ট্রওয়েট বিভাগে দ্বিতীয় রাউন্ডের টেকনিক্যাল নকআউটের মাধ্যমে জোম্বা সিঙ্গাপুরের শি ইয়িন তানকে পরাজিত করেছেন।

জয়ের পর অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার জাং গ্রামের এই এমএমএ যোদ্ধা সোনম জোম্বা তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, 'আমি আমার কোচ, পরিবার এবং সমর্থকদের জন্য গর্বিত এ জন্য যে আমি আমার প্রথম আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে জিততে পেরেছি।' স্ট্রওয়েট চ্যাম্পিয়ন সোনম জোম্বা রাজ্যের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক-কর্মচারী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন স্বীকার করে বলেন, 'আমি অরুণাচল প্রদেশের দল এবং মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যিনি আমাকে স্পনসর করেছিলেন। এটা জেনে সত্যিই ভালো লাগছে যে মুখ্যমন্ত্রী আমার পেছনে আছেন।'

তাঁর সমর্থকরা বলেছেন, ২০২৩ সালে নয়ডা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এমএফএন-এর ১৩-তম সংস্করণে স্ট্রওয়েট বিভাগে নকআউট জয়ের পর, এবারের জয় সোনম জোম্বার ক্রমবর্ধমান সাফল্যকে আরও এগিয়ে নিয়েছে।

মাদক কারবারীদের শাস্তি দিতে কোনও খামতি রাখবে না সরকার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): মাদক কারবারীদের শাস্তি দিতে কোনও খামতি রাখবে না সরকার, হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, ওপর থেকে নীচ এবং নীচ থেকে ওপর গোটা দেশ জুড়ে তল্লাশি চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালে ১২ টি আলাদা মামলায় ২৯টি মাদক চোরাচালানকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে।

১ লক্ষ ভোটে জয়ের টার্গেট, সর্বোচ্চ লিড দিলেই লক্ষ টাকা উপহার ঘোষণা বিধায়কের

ক্যানিং, ২ মার্চ (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের এখনও এক বছর বাকি। কিন্তু রবিবার থেকেই কার্যত ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভায় ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ল। এদিন ক্যানিং রায়বাঘিনী হাইস্কুল মাঠে রাজনৈতিক কর্মীসভা করে দলের কর্মীদের নির্বাচনে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন দলের নেতৃত্বরা।

উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্য সভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শওকত মোল্লা, ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সেই মঞ্চেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরেশ দলের কর্মীদের টাকার প্রলোভন দেখান বলে অভিযোগ উঠেছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে পরেশ প্রায় ৩৬ হাজার ভোটে জয় পেয়েছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলকে প্রায় ৭০ হাজার ভোটে লিড দিয়েছে। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে ফের পরেশই টিকিট পাবেন সেটা একপ্রকার নিশ্চিত। তাই এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরেশ বলেন, " এবারে ১ লক্ষ ভোটে জেতাই লক্ষ্য। ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১১ টি অঞ্চল রয়েছে।

ভোটার সংখ্যা অনুযায়ী যে অঞ্চল সব থেকে বেশি লিড দেবে সেই অঞ্চলকে ১ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় সর্বচ্চ লিড যারা দেবে তাঁদের ৭৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় সর্বচ্চ লিড যে অঞ্চল দেবে তাঁদেরকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো। পাশাপাশি যে বুথ সব থেকে বেশি লিড দেবে সেই বুথের সভাপতিকে ও সদস্যদের ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো।"

পরেশের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে। প্রকাশ্য কর্মী সভায় এভাবে কর্মীদের আর্থিক প্রলোভন দেখানো নিয়ে কটাক্ষও করছেন বিরোধীরা। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সুনিপ দাস বলেন, "বিধায়ক যে বক্তব্য রেখেছেন তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রচন্ড ভয়ঙ্কর। উনি টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছেন নিজের দলের কর্মীদের। এর মানে উনি তাঁদেরকে উস্কানি দিচ্ছেন যাতে ২৬-এর নির্বাচনে বুথ লুট থেকে শুরু করে বিরোধীদের মারধর যেন তেন প্রকারেন ভোট তাঁর পক্ষে করানো হয়।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, " এত টাকা উনি পাচ্ছেন কোথায়? সেই হিসেবও নেওয়া উচিত।" দলের বিধায়ক আর্থিক পুরস্কারের কথা ঘোষণা করলেও এই বিষয়টা দল সমর্থন করে না বলেই জানান শওকত। তিনি বলেন, '' এটা সম্পূর্ণ পরেশের নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই বিষয়টা আমরা সমর্থন করি না।" এ প্রসঙ্গে পরেশ বলেন, " আমি বিধানসভা থেকে যে ভাতা পাই তা এলাকার দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জন্য, দরিদ্র মানুষের সাহায্যের জন্য ব্যয় করি। চলতি বিধানসভার শেষ যে ভাতা পাবো সেই ভাতাই দলের কর্মীদের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে দেবো। কারণ তাঁরাই আমায় এই জায়গায় এনেছেন। দলের কর্মীরা যাতে আরও ভালো করে দলের সংগঠনে জোর দেয় সেই কারণেই এই ঘোষণা। নিন্দা করা বিরোধীদের কাজ তাঁরা তা করবে।"

দীর্ঘদিন ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, মন্তব্য ব্রাত্যকে হেনস্থায় অভিযুক্তের বাবার

হাওড়া, ২ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ দিন ছেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, তাও সেই করোনার সময় থেকে। রবিবার এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে হেনস্থায় অভিযুক্তের বাবা। শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হেনস্থার শিকার হন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বাম ছাত্র সংগঠনের পড়ুয়ারা শিক্ষামন্ত্রীকে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ।

ওই দিন অভিনব বসু নামে এক ছাত্র আহতও হয়েছে, সেই ছাত্রের বাবা অমৃত বসু রবিবার জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ছেলের সঙ্গে পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই। রবিবার হাওড়ার সাঁকরাইলে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল নেতা এবং আহত যুবকের বাবা অমৃত বসু বলেছেন, 'করোনার পরে আমার ছেলে অভিনব বসুর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। আমি ছেলেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে বামপন্থী সংগঠনে যোগ দেয় এবং তারপর থেকে পরিবারের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই।'

উচ্চ মাধ্যমিক শুরুর দিনেই ধর্মঘট, সোশ্যাল মিডিয়ায় 'কঠোর ব্যবস্থার' বার্তা পুলিশের

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধুন্ধুমার ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে দুই বাম ছাত্র আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। এঁদের একজনের উপর দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রীর গাড়ি চলে গেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এসএফআই। কিন্তু সোমবার থেকেই শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক। পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, এমন কিছু হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হলো রাজ্য পুলিশের তরফে।

তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে, 'আগামীকাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু, লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী বসতে চলেছেন জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায়। কাল সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীরা রওনা দেবেন নিজের নিজের পরীক্ষাকেন্দ্রে, বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে। দুর্ভাগ্যের, কালই একটি রাজনৈতিক সংগঠনের তরফে রাজ্য জুড়ে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমাদের শুধু এটুকুই বলার - পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিকূলতায় ফেলে, এমন কোনও কর্মসূচি ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে হতে পারে না। নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে যাতে কাল পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে পারেন, সেটাই প্রশাসনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সেই উদ্দেশ্যে কাল রাজ্যের সর্বত্র সকাল থেকেই পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে থাকবে বাড়তি নজরদারি। পরীক্ষার্থীদের অনুরোধ, রাস্তায় কোনওরকম অসুবিধেয় পড়লে নিকটবর্তী পুলিশকর্মীদের সাহায্য নিন, পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যাতে নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিতে পারেন, সে দায়িত্ব আমাদের। পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, এমন যে কোনও কর্মসূচিতে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সবার পরীক্ষা ভাল হোক।'

চামোলি তুষারধসে ৪৬ জন স্থিতিশীল, উদ্ধার আরও দু''টি দেহ

দেহরাদূন, ২ মার্চ (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার ভয়াবহ তুষারধসের ঘটনায় স্থিতিশীল রয়েছেন ৪৬ জন বিআরও শ্রমিক। তবে, ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। রবিবার জোশিমঠ আর্মি হাসপাতাল থেকে মেজর অমিত কুমার মিশ্র বলেছেন, 'আমাদের এখানে ৪৫ জন রোগী রয়েছেন। ৩ জনের অবস্থা গুরুতর, একজনের লিভারে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং আমরা রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এটি পরিচালনা করার চেষ্টা করছি। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাকিরা সবাই স্থিতিশীল।'

এদিন সকালে দেহরাদূনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'আহত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ৪৬ জন স্থিতিশীল এবং তাদের মধ্যে একজনকে ঋষিকেশে (এইমস) রেফার করা হয়েছে। নিখোঁজ ৪ জন শ্রমিকের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলছে, আমরা সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করছি।'

এরপরই দুপুরে সেনাবাহিনী পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বরফের নীচ থেকে আরও ৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। ৫৪ জনের মধ্যে ৫৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং একজন এখনও নিখোঁজ।

যাদবপুর কাণ্ডে পড়ুয়াদের পাশে থাকার বার্তা জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): শনিবার বিকেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধুন্ধুমার ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে দুই বাম ছাত্র আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। এঁদের একজনের উপর দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রীর গাড়ি চলে গেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানানো হলো জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের তরফে। পাশাপাশি সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে যে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে, তাকে সমর্থনও করা হয়েছে এই চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষ থেকে।

জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের যুগ্ম আহ্বায়ক হীরালাল কোনার এবং পুণ্যব্রত গুণের তরফে রবিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, 'জন্মলগ্ন থেকেই জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস, ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাম্পাস গণতন্ত্রের পক্ষে। আমরা জানি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতন্ত্রপ্রেমী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন করছেন বহুদিন ধরে। গতকাল রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে তাঁর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা কথা বলতে চান। কথা না বলে মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর জন্য গাড়িতে উঠে পড়েন। গাড়ির সামনে বসে পড়ে বা শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানানো একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। সাধারণভাবে গাড়ি না চালিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখলাম শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির চালক গাড়ি না থামিয়ে আন্দোলনরত একাধিক ছাত্রকে ধাক্কা মেরে চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুজন ছাত্র গুরুতর আঘাত নিয়ে কেপিসি মেডিকেল কলেজে ভর্তি। তাদের মধ্যে ইন্দ্রানুজ রায়ের আঘাত গুরুতর।আমরা শিক্ষামন্ত্রীর এই বর্বর অমানবিক আচরণের নিন্দা করি। আন্দোলনের ধরন নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বা শাসকদলের মুখপাত্ররা যে কথা বলছেন তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির বনেটে উঠে তাদের সে সময়ের ছাত্র সংগঠনের নেতা নেত্রীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের কথা। জয়প্রকাশ নারায়ণ নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জরুরী অবস্থার বিরোধী আন্দোলনের আর বিপক্ষে জরুরী অবস্থার সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা। জরুরি অবস্থা এদেশের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর এক কলঙ্কময় অধ্যায়। আর বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন।জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আছে।'

পাশাপাশি তাদের তরফে জানানো হয়েছে যে, 'আগামীকাল ৩রা মার্চ বিকেল ৪টায়যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠ থেকে যে মহা মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে জয়েন্ট প্লাটফর্ম সেই মিছিলকে সফল করার আহ্বান জানায়।'

চামোলি তুষারধসে মৃত্যু বেড়ে ৭, এখনও খোঁজ নেই একজনের

দেহরাদূন, ২ মার্চ (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার ভয়াবহ তুষারধসের ঘটনায় স্থিতিশীল রয়েছেন ৪৬ জন বিআরও শ্রমিক। তবে, ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। তুষারধসের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, এখনও একজনের কোনও খোঁজ মেলেনি। রবিবার জোশিমঠ আর্মি হাসপাতাল থেকে মেজর অমিত কুমার মিশ্র বলেছেন, 'আমাদের এখানে ৪৫ জন রোগী রয়েছেন। ৩ জনের অবস্থা গুরুতর, একজনের লিভারে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং আমরা রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এটি পরিচালনা করার চেষ্টা করছি। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাকিরা সবাই স্থিতিশীল।'

এদিন সকালে দেহরাদূনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'আহত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ৪৬ জন স্থিতিশীল এবং তাদের মধ্যে একজনকে ঋষিকেশে (এইমস) রেফার করা হয়েছে। নিখোঁজ ৪ জন শ্রমিকের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলছে, আমরা সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করছি।'

রবিবার আগরতলায় জিএসআইয়ের ১৭৫ তম বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

ইন্টার-নাপোলির হাই ভোল্টেজ ম্যাচ অমীমাংসিত

ইন্টার, ২ মার্চ (হি.স.): দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে সেরি আর ইন্টার ও নাপোলির হাই ভোল্টেজ লড়াইটি শেষ হয়েছে ১-১ গোলে। চমৎকার ফ্রি কিকে ২২ মিনিটে প্রথমার্ধে ইন্টারকে এগিয়ে দেন ফেদেরিকো দিমার্কো। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে ৮৭ মিনিটে বিলিংয়ের গোলে সমতায় ফেরে নাপোলি।

ম্যাচে নাপোলি ৬২ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৮টি শট নেয়। ৪ টি ছিল লক্ষ্যে। আর ইন্টার ৬ শটের কেবল একটি রাখতে পারে লক্ষ্যে, সেটিই যায় জালে।

২৭ ম্যাচে ১৭ জয় ও ৭টি ড্রয়ে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইন্টার। কোমোর বিপক্ষে আগের রাউন্ডে হেরে যাওয়া নাপোলি ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।

সেবামূলক কাজের জন্য স্বীকৃতি, বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে সম্মানিত কার্তিক মহারাজ

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান - ২০২৫-এ সম্মানিত হলেন বিশিষ্ট সনাতন সংস্কৃতির রক্ষক, হিন্দু জাগরণের পথিকৃৎ তথা নিবেদিতপ্রাণ সেবাপ্রিয় যোদ্ধা সন্ন্যাসী ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বেলডাঙার অধ্যক্ষ পূজ্য স্বামী শ্রী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)। রবিবার শ্রী বড় বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজকে বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার রথীন্দ্র মঞ্চে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা (প্রধান অতিথি), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ (বিশেষ অতিথি), প্রবীণ সাংবাদিক বলবীর পুঞ্জ (প্রধান বক্তা) এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ (কার্তিক মহারাজ) পশ্চিমবঙ্গে সেবার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা ও আদিবাসী ক্ষেত্রে সেবা এবং স্বাস্থ্যসেবার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার তাঁকে ”পদ্মশ্রী” সম্মানে ভূষিত করেছে। ১৯৮২ সালে তিনি বেলডাঙায় হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করেন এবং বেলডাঙায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সেবা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে, তিনি ৩টি প্রাণবানন্দ বিদ্যা মন্দির, পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শ্রেণীর শিশুদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, শিশুদের জন্য একটি পার্ক, একটি খেলার মাঠ, একটি বৃদ্ধাশ্রম এবং একটি গোয়ালঘর এবং একটি বৃহৎ পুকুর তৈরি করেন, যা তাঁর সদিচ্ছার পরিপূর্ণতার একটি প্রশংসনীয় কাহিনী। তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে, ৬টি হিন্দু মিলন মন্দির ছাড়াও, এলাকায় ২১টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী-সহ সমস্ত শ্রেণীর ১১০০০ শিক্ষার্থী (যার মধ্যে ৪০০০ মুসলিম) শিক্ষার সুবিধা পাচ্ছেন।

৪৫০ জন আদিবাসী শিক্ষার্থীকে রাখার জন্য একটি পৃথক ছাত্রাবাস তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ার পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল এবং তিনটি চিকিৎসা শিবির পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতায় 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ' সফলভাবে আয়োজনের রেকর্ড স্থাপন করেছেন, যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পদ্মশ্রীর পর আরও একটি পুরস্কার, বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে সম্মানিত কার্তিক মহারাজ

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান - ২০২৫-এ সম্মানিত হলেন বিশিষ্ট সনাতন সংস্কৃতির রক্ষক, হিন্দু জাগরণের পথিকৃৎ তথা নিবেদিতপ্রাণ সেবাপ্রিয় যোদ্ধা সন্ন্যাসী ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বেলডাঙার অধ্যক্ষ পূজ্য স্বামী শ্রী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)। রবিবার শ্রী বড় বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ ওরফে কার্তিক মহারাজকে বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার রথীন্দ্র মঞ্চে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা (প্রধান অতিথি), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ (বিশেষ অতিথি), প্রবীণ সাংবাদিক বলবীর পুঞ্জ (প্রধান বক্তা) এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কার্তিক মহারাজের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, মহারাজ আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে পদ্মশ্রীতে সম্মানিত করেছে এবং এখন বিবেকানন্দ সেবা সম্মান প্রাপ্তিও তাঁর অবদানের জন্য একটি উপযুক্ত স্বীকৃতি। তিনি বলেন, মহারাজের উদ্যোগে ১১টি স্কুলে প্রায় ২১ হাজার শিশু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা পাচ্ছে। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে বিশ্বনেতা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নিরন্তর কাজ চলছে এবং বিশ্বাস করা হচ্ছে যে এই স্বপ্ন শীঘ্রই পূরণ হবে। তিনি বলেন, ভারতীয় সভ্যতার ভিত হল জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যেখানে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতা রাজনৈতিক পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন, মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, রোম এবং প্যারিসের মতো সভ্যতা এখন ইতিহাস হয়ে গেছে, কিন্তু সনাতন এখনও বেঁচে আছে। কারণ আমাদের ঋষিরা আমাদের জ্ঞান ও ঐক্যের পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের বেদ ও পুরাণে কোনও জাতি, ধর্ম বা বৈষম্যের কথা বলা হয়নি, বরং সকলকে এক পিতার সন্তান এবং এক ঈশ্বরের অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিকাগো ধর্মীয় সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যখন সেখানে সনাতন ধর্মের বার্তা দিয়েছিলেন, তখন সমগ্র বিশ্বে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটাই সনাতনের শক্তি যে এটি প্রজ্ঞা এবং ঐক্যের সাথে ক্রমাগত এগিয়ে যায়। এই ভিত্তিতে ভারত অবশ্যই একদিন বিশ্বনেতা হয়ে উঠবে।

এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ এবং প্রবীণ সাংবাদিক বলবীর পুঞ্জ-সহ অনেক বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। শ্রী বড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটি পৌরহিত্য করেন মহাবীর প্রসাদ বাজাজ। অনুষ্ঠানে বিশেষ সমাজসেবক সজ্জন কুমার তুলসিয়ান এবং সজ্জন ভজনকাও উপস্থিত ছিলেন।

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি রেকর্ড

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.) : রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির শেষ লিগ ম্যাচে ভারত নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুম্বইতে ভারত শেষবার নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল, যেখানে স্বাগতিক দল ৭০ রানে জিতেছিল।

এই টুর্নামেন্টে, দুটি দলই দুটি করে খেলা জিতেছে। ওয়ানডে”তে নিউজিল্যান্ডের চেয়ে ভারত এগিয়ে থাকলেও, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে মেন ইন ব্লু-এর শেষ মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে কিউইরা জয়লাভ করেছে।

ওয়ানডেতে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি:

খেলা ম্যাচ: ১১৮টি ভারত জিতেছে : ৬০টিনিউজিল্যান্ড জিতেছে : ৫০টিটাই : ১টিকোনও ফলাফল নেই: ৭টিশেষ ফলাফল : ভারত নিউজিল্যান্ডকে ৭০ রানে হারিয়েছে (মুম্বই; ২০২৩) :

শেষ ৫ টি ফলাফল : ভারত জিতেছে - ৫টি আর নিউজিল্যান্ড জিতেছে - ০

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি :

খেলা ম্যাচ : ১টিভারত জিতেছে : ০নিউজিল্যান্ড জিতেছে : ১টিফলাফল : নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী (নাইরোবি; ২০০০)

একদিনের আন্তর্জাতিকে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্কোর :ভারত (সর্বোচ্চ স্কোর) বনাম নিউজিল্যান্ড : ৩৯৭/৪ (৫০) - ভারত ৭০ রানে জয়ী (২০২৩)ভারত(সর্বনিম্ন স্কোর) বনাম নিউজিল্যান্ড: ৮৮ (২৯.৩) - নিউজিল্যান্ড ২০০ রানে জয়ী (২০১০)

নিউজিল্যান্ড (সর্বোচ্চ স্কোর) বনাম ভারত: ৩৪৯/৯ (৫০) - নিউজিল্যান্ড ৪৩ রানে জয়ী (১৯৯৯)

নিউজিল্যান্ড (সর্বনিম্ন স্কোর) বনাম ভারত: ৭৯ (২৩.১) - ভারত ১৯০ রানে জয়ী (২০১৬)

ভারত: (সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর) বনাম নিউজিল্যান্ড: শুভমান গিল - ২০২৩ সালে ২০৮ (১৪৯)

ভারত (সেরা বোলিং) বনাম নিউজিল্যান্ড: অমিত মিশ্র - ৫/১৮ (৬) ২০১৬।

নিউজিল্যান্ড (সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর) বনাম ভারত: টম ল্যাথাম - ১৪৫ (১০৪) ২০২২ সালে

নিউজিল্যান্ড (সেরা বোলিং) বনাম ভারত: শেন বন্ড - ৬/১৯ (৯) ২০০৫ সালে

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের পর সর্বশেষ আপডেট

কলকাতা, ২ মার্চ(হি.স.): শনিবার করাচির ন্যাশনাল ব্যাংক স্টেডিয়ামে চলমান আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির গ্রুপ বি-এর শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ের পর প্রোটিয়ারা ৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াও গ্রুপ বি থেকে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে সেমিফাইনালে গেছে।আর আফগানিস্তান ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে এবং ইংল্যান্ড টানা ৩টি ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্টে জয়হীন থেকেছে।

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ পয়েন্ট টেবিল গ্রুপ বি :

দক্ষিণ আফ্রিকা: ম্যাচ: ৩ পয়েন্ট: ৫ রান রেট ;২.৩৯৫

অস্ট্রেলিয়া: ম্যাচ: ৩ পয়েন্ট: ৪ রান রেট :,০.৪৭৫

আফগানিস্তান: ম্যাচ: ৩ পয়েন্ট: ৩ রান রেট -০.৯৯০

ইংল্যান্ড: ম্যাচ: ৩ পয়েন্ট : ০ রান রেট:-১.১৫৯

ভুয়ো ভোটার বিতর্ক, বিজ্ঞপ্তি জারি করল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ (হি.স.): একই ভোটার কার্ড নম্বরে একাধিক ভোটার ও ভুয়ো ভোটার বিতর্কের মাঝে বিজ্ঞপ্তি জারি করলো জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, দু”টি ভিন্ন রাজ্যের ভোটারদের এপিক নম্বর একই হতে পারে। একই এপিক নম্বর মানেই ভুয়ো ভোটার নয়। তবে একই এপিক নম্বরযুক্ত ভোটারদের জন্য জনসংখ্যার বিবরণ, বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা এবং ভোটকেন্দ্র-সহ অন্যান্য বিবরণ ভিন্ন। এপিক নম্বর নির্বিশেষে, যে কোনও ভোটার কেবল তাদের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যেখানে তারা নথিভুক্ত রয়েছেন সেই নির্বাচনী কেন্দ্রের নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন। অন্য কোথাও নয়। এপিক নম্বর নিয়ে বিতর্ক মেটাতে সকল ভোটারকে আলাদা আলাদা ইউনিক এপিক নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন।

আগামী ১১মার্চ শক্তি পরীক্ষায় নামছে প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ: আগামী ১১মার্চ শক্তি পরীক্ষায় নামছে প্রদেশ কংগ্রেস। আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে আয়োজন করতে যাচ্ছে জনসভার।

১১ মার্চ কংগ্রেস দল শক্তি পরীক্ষায় ময়দানে নামছে।আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত হয় অল ইন্ডিয়া আন অর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সকল কর্মীদের উদ্দেশ্যে ১১ তারিখের জমায়েতকে সফল করার জন্য আবেদন রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তিনি বলেন কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের যবনিকা ঘটাতে হবে। তিনি এদিন বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন।

জিও সাইন্স অফ সেইফ ওয়ার্ল এর ১৭৫ বছর উপলক্ষে ওএনজিসি ও গেইল যৌথভাবে পদযাত্রা সংগঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ: দেশকে সুস্থ রাখতে নিজেকেও সুস্থ রাখুন। বার্তা দিলেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। রবিবার সকালে জিও সাইন্স অফ সেইফ ওয়ার্ল এর ১৭৫ বছর উপলক্ষে ওএনজিসি ও গেইলের যৌথভাবে পদযাত্রা সংগঠিত করে।

পদযাত্রাটি ৭৯টিলা থেকে শুরু হয়ে এবং হেরিটেজ পার্কের সামনে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার ছাড়াও ওএনজিসি এবং গেইল ইন্ডিয়ার কর্মকর্তারা।

ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটনেস এসেসিয়েশনের উদ্যোগে রিতা নাগকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ: ১৪তম ফেডারেশন কাপে ১৫৫ সেন্টিমিটারে গ্রুপে প্রথম ত্রিপুরার মেয়ে রিতা নাগকে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটনেস এসেসিয়েশনের উদ্যোগে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডারস ফেডারেশন এর উদ্যোগে ১৪ তম ফেডারেশন কাপে ১৫৫ সেন্টিমিটারে গ্রুপে প্রথম ত্রিপুরার মেয়ে রিতা নাগ। আজ তাকে আগরতলা প্রেসক্লাবে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স ও ফিটনেস এসেসিয়েশনের উদ্যোগে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়া আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বডি বিল্ডার্স দুলাল কর্মকার।

যান দুর্ঘটনায় আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ মার্চ: বিশালগড়ে দুর্ঘটনার হিড়িক পড়েছে। এবারে যান দুর্ঘটনায় দুই শিশু সহ আহত হয়েছেন চারজন। বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুটি শিশু সহ মোট চারজন। ঘটনা শনিবার রাতে। আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা।

জানাযায় শনিবার রাতে জাঙ্গালিয়া এলাকায় আগরতলা উদয়পুর সড়কে টিআর০৭ - এ - ২৬৮৮ নম্বরের অটো গাড়ির সাথে টি আর ০৭- এ - ৯৬৪৯ নম্বরের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হয় জয়ন্তী সরকার ও তার ছেলে আয়ুষ সরকার, জয়শ্রী ভৌমিক ও তার কন্যা মনিদ্বীপা ভৌমিক আহতরা সকলেই অটো গাড়ির যাত্রী ছিলেন।

শক্তি মাতা সংঘের উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ: শক্তি মাতা সংঘের উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। প্রত্যেক বছরের মত এই বছরও বাইদ্যাদীঘি শক্তি মাতা সংঘের উদ্যোগে শিব চতুর্দশী ব্রত পালন করা হয়। শিব চতুর্দশীর দিন এলাকার সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষেরা মহাদেবের পূজা করতে শক্তি মাতা সংঘে মিলিত হয়েছিলেন। এলাকার গরিব দুঃস্থ মানুষের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে শিব চতুর্দশী উপলক্ষ্যে শক্তিমাতা সংঘে রবিবার মেঘা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই মেঘা স্বাস্থ্য শিবিরে ত্রিপুরা রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালের দক্ষ চিকিৎসকরা চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, পাশাপাশি রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়। শক্তি মাতা সংঘের সভাপতি প্রসেনজিৎ দেবনাথ সংবাদমাধ্যমকে আরো জানান তারা পূজার্চণার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজে সারা বছরই ব্রতী থাকেন রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে বন্যায় কবলিত দুস্থ মানুষদের সাহায্য করা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে পড়ে।

হুগলিতে নয়ানজুলিতে পড়ল বাস, আহত কমপক্ষে ২৪ জন

হুগলি, ২ মার্চ (হি.স.): হুগলি জেলার দাদপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি বাস। প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ থেকে ফিরছিল বাসটি। রবিবার হুগলির দাদপুর থানার অন্তর্গত সোমসারা এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে পাশের শুকনো নয়ানজুলিতে পড়ে যায় অন্তত ৬০ জন পুণ্যার্থীবোঝাই বাসটি। রবিবার সকালে ওই দুর্ঘটনায় অন্তত ২৪ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

বাস দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে ধনিয়াখালি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনাস্থলে যান হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার এবং ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সী। জানা গিয়েছে, বর্ধমানের দিক থেকে কলকাতা যাচ্ছিল যাত্রিবাহী বাসটি। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'টি রাস্তার মাঝে উল্টে যায় বাসটি। ওই বাসটি উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থেকে কুম্ভে গিয়েছিল।

'ওরা পারে, কারণ ওরা শিক্ষিত', যাদবপুর কান্ডে খোঁচা দেবাংশুর

কলকাতা, ২ মার্চ (হি.স.): শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। মন্ত্রীর গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে দুই বাম ছাত্র আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। এঁদের একজনের উপর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চলে গেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা নিয়ে বেডে শুয়েই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আহত ছাত্র। আর তা নিয়ে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য্য।

যাদবপুরে গাড়ি চাপা কাণ্ড নিয়ে দেবাংশু সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'গোটা স্কর্পিও গাড়ি বডির উপর দিয়ে চলে যাওয়ার পর আপনি ইন্টার্ভিউ দিতে পারবেন? ওরা পারে। কারণ ওরা শিক্ষিত।' তিনি কটাক্ষের সুরে আরও একটি পোস্ট করে লেখেন, 'একটু আগে আমার চোখের উপর দিয়ে প্লেন চলে গেল! যাই একটু আলতা আর ব্যান্ডেজ লাগিয়ে আসি..'

খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স- এর উদ্যোগে জুডো ও সুইমিং প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ:খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর উদ্যোগে আগরতলা বাধরঘাট রাইমা সুইমিংপুলেজুডো ও সুইমিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের সহযোগিতায় খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর উদ্যোগে দ্য অস্মিতা সিটি লীগ অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা বাধারঘাট রাইমা সুইমিংপুলে।

উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় ,যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্যরা। এদিন দুটি ইভেন্টের উদ্বোধন হয়, জুডো ও সুইমিং। শুধু মহিলাদের নিয়ে অস্মিতা সিটি লীগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তদন্ত সাপেক্ষ

● প্রথম পাতার পর

ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডা. এন সি পোদ্দার। অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রবীণ চিকিৎসক ডা. জীবন চক্রবর্তী ও ডা. চিরঞ্জিত দেববর্মাকে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচণ করেন।

টিএসআর পোশাক পরে

● প্রথম পাতার পর

(৩৪)কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তার বাড়ি দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডে।

ধৃত বিলাল উদ্দিনের স্বীকারোক্তিতে উদ্ধার করা হয় ডাকাতি কাণ্ডে ব্যবহৃত তিন জোড়া টিএসআর জোয়ানদের পোশাক, দুটি সাবল, একটি দাও, ভুজালি এবং অন্যান্য সামগ্রী। এসব উদ্ধার করা হয় গোবিন্দপুর এলাকার একটি জঙ্গল থেকে, ডিএসপি জিনিয়াস দেববর্মার উপস্থিতিতে। তবে, ডাকাতি কাণ্ডে চুরি হওয়া কোন সামগ্রী এখনও উদ্ধার হয়নি এবং ব্যবহৃত দুটি বন্দুকও এখনও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।

চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এই ঘটনায় আরও তদন্ত করছে। এদিকে, ধৃত বিলাল উদ্দিনকে রবিবার আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর প্রীতিময় চাকমা।

মধুপোকার আক্রমণে আহত

● প্রথম পাতার পর

হন চন্দন মজুমদার, সঞ্জীত দে, রাজদীপ দেব ও পিন্টু ঘোষ। তাদের মধ্যে পিন্টু ঘোষ এবং রাজদীপ দেবকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয়রা আরো জানান, মধু পোকার আক্রমণ কয়েকদিন ধরেই চলছে এবং পরিস্থিতি দিন দিন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সীমান্তের ওপারে কাঁটাতারের কাছাকাছি একটি বড় গাছের মধ্যে মধুর বাসা তৈরি হয়েছে, যা থেকে পোকাগুলি আক্রমণ শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, যদি বনদপ্তর দ্রুত এই মধুর বাসাটি ভাঙতে না পারে, তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে এলাকাবাসী বনদপ্তরের কাছে একটাই দাবি জানিয়েছেএখনই যেন মধুর বাসাটি ভাঙা হয়, যাতে তাদের বাড়িঘর এবং জীবিকা রক্ষা পায়।

পড়ুয়াদের কাছ থেকে

● প্রথম পাতার পর

হোস্টেল গুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আসছে। এবং ওই সকল গুলিতে পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পান। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, হোস্টেলে থেকে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করা ছাত্র-ছাত্রীদের বার্তা দেন যেন হোস্টেলের নিয়ম-নীতি মেনে চলে। অভিভাবক অভিভাবিকাদের উদ্দেশ্যে তিনি আবেদন করেন যাতে হোস্টেলের মধ্যে থেকে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে পড়াশোনা করছে তাদের যেন মোবাইল ফোন না দেওয়া হয়।

নেশা সামগ্রী ব্যবহার করা এবং অস্ত্র সামগ্রী হোস্টেলে রাখার জন্য কয়েকজন ছাত্রদের হোস্টেল এবং স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে অপকর্মের সাথে জড়িত থাকায়। তিনি আরো বলেন, কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ার নির্দেশ দেন বিভিন্ন বিদ্যালয় সহ হোস্টেল কর্তৃপক্ষদের।

কমিউনিস্ট

● প্রথম পাতার পর

মুলক কাজকর্মের তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরতে এবং দলীয় কর্মীদের উদ্ধুদ্ধ করতে আয়োজন করা হয় বুথ মহা সম্মেলন। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিধায়ক ভগবান দাস,বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব,বিশালগড় মন্ডল সভাপতি তপন দাস,বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী সহ এই বিধানসভার জেলা মন্ডল ও বুথস্তরের বিভিন্ন কার্যকর্তাগণ।

কৃষিতে সাফল্যয় জাতীয়

● প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন নিয়ে চাষাবাদ শুরু করেন। তাতেই সফলতা লাভ করেন।

আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর

● প্রথম পাতার পর

উপভোগ করতে থাইবোং এলাকায় যান। বাড়ির দরজা বন্ধ থাকায় কেউ আগুন লাগার বিষয়টি প্রথমে বুঝতে পারেননি। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

এই অগ্নিকাণ্ডে সুব্রত সূত্রধরের সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র, মূল্যবান রাবার সামগ্রীও পুড়ে গেছে। সুব্রত অটোতে ফেরি করে ওষুধ বিক্রি করতেন, সেই সমস্ত ওষুধও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে এক রকম রুজি-রোজগারের পথ হারিয়েছেন তিনি।

খেলো ধর্মনগর সমাপ্তি ও

● আটের পাতার পর

আরও বড় পরিসরে আয়োজন করা হবে। তিনি আরও জানান, ধর্মনগরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়াত শিল্পীদের প্রতিকৃতি বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনের দেওয়ালে স্থাপন করা হবে।এমন এক সুন্দর ও সার্থক আয়োজনের মাধ্যমে ধর্মনগর আবারও প্রমাণ করলো যে, ক্রীড়া শুধু প্রতিযোগিতার জন্য নয়, এটি সামাজিক উন্নয়ন ও ঐক্যের এক সেতুবন্ধন। আগামী দিনে 'খেলো ধর্মনগর' আরও বৃহৎ পরিসরে আয়োজনের প্রত্যাশায় রইল গোটা ধর্মনগরবাসী।

অঙ্গন

ত্রিপুরার বিদায় : অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবলের আটটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপ প্রস্তুত। আগামীকাল (সোমবার) অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবলের নকআউট পর্যায় তথা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ, রবিবার গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হতেই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েছে।

আগামীকাল সকাল ৮ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে কেরালা খেলবে মনিপুরের বিরুদ্ধে। বিকেল সাড়ে চারটায় এস এস বি ও আসাম রাইফেলস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সন্ধ্যা সাতটায় সিআরপিএফ খেলবে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে। মোহনপুর তুলা বাগান মাঠে সকাল আটটায় সিকিম খেলবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। বেলা আড়াইটায় সিআইএসএফ ও তামিলনাড়ু পরস্পরের মুখোমুখি হবে। জম্পুই জলা মাঠে সকাল সাতটায় আসাম খেলবে মিজোরামের বিরুদ্ধে। সাড়ে নটায় আইটিবিপি ও গোয়া এবং আড়াইটায় রাজস্থান ও বিএসএফ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এদিকে, মহিলা বিভাগে গ্রুপ-এ চ্যাম্পিয়ন আসাম রাইফেলস এবং রানার্স মনিপুর যেমন সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে, তেমনি গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন এস এস বি এবং রানার্স ওড়িশাও সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা পুলিশ আয়োজিত ৭৩ তম বি এন মল্লিক অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের শেষ দিনে আজ, জম্মু-কাশ্মীর ২-১ গোলে মধ্যপ্রদেশকে, সিকিম দুই শূন্য গোলে উত্তরাখণ্ডকে, পশ্চিমবঙ্গ ২-১ গোলে আরপিএফ কে, ওড়িশা-৫-০ গোলে বিহারকে, মেঘালয় ৩-২ গোলে ত্রিপুরাকে, আইটিবিপি ৩-১ গোলে রাজস্থান কে, পুদুচেরি ২-০ গোলে হিমাচল প্রদেশ কে, বি এস এফ ৫-০ করলে কর্ণাটককে এবং গোয়া ৩-১ গোলে নাগাল্যান্ডকে পরাজিত করেছে।

স্বর্ণপদক জয়ী রীতাকে সংবর্ধনা টিবিএফএ’’র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ত্রিপুরার প্রথম মহিলা বডি বিল্ডার হিসেবে ফেডারেশন কাপ জাতীয় বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা তথা মডেল ফিজিক বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ী রীতা নাগকে রবিবার সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলো ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশন (টিবিএফএ)। আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে ইতিহাস সৃষ্টিকারী রীতাকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও স্মারক তুলে দেয়া হয়। উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডিং ফেডারেশন আয়োজিত ১৪তম ফেডারেশন কাপ ২০২৫ জাতীয় বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে রাজ্যের হয়ে লড়ে রীতা ১৫৫ সেন্টিমিটার বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এর সুবাদে স্বর্ণপদক পান।

জাতীয় আসরে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করার মধ্য দিয়ে রীতাকে নিয়ে ত্রিপুরা বডিবিল্ডিং এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের সকলে এবং ক্রীড়াপ্রেমী রাজ্যবাসী গর্ব অনুভব করছেন। অনুষ্ঠানে টিবিএফএ’’র সভাপতি তথা আন্তর্জাতিক জাজ তনয় দাস সাংবাদিকদের জানান, ”রীতার এই সাফল্য আগামীদিনে রাজ্যের মেয়েদের উৎসাহিত করবে। মেয়েরাও যে বডি বিল্ডিং ও ফিটনেসের জাতীয় আসরে সাফল্য পেতে পারে এই বিশ্বাস তৈরী হবে’’। তিনি আরো বলেন, রীতাকে আন্তর্জাতিক আসরে পাঠানোর জন্য ভারতীয় দলের সিলেকশনে পাঠানো চেষ্টা করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ওয়েটলিফটিং এসোসিয়েশনের সম্পাদক দুলাল কর্মকার উপস্থিত ছিলেন। তিনিও রীতাকে সাফল্যের জন্য পুষ্পস্তবক তুলে দেন। রীতা বলেন, ”আমি ভাবতেই পারি নি স্বর্ণপদক পাবো। নাম ঘোষনার পর খুব খুশী হয়েছি। আমার সাথে ত্রিপুরার নামও বলা হয়েছে এটা আমাকে আরো আনন্দ দিয়েছে”। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন, রাজ্য সংস্থার সভাপতি তনয় দাস, রাজ্য সংস্থার চিফ পেট্রন সরযূ চক্রবর্তী, সচিব শাক্কি সাহা, কার্যকরী সচিব রাজীব দাস, সদস্য রাজু পাল, সৌগত দেব, প্রিয়াংকা দেবনাথ সহ কর্মকর্তারা।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অস্মিতা সিটি লীগের জুডো ও সাঁতার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহিলাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর তথা অস্মিতা সিটি লীগ সম্পন্ন হয়েছে। খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর উদ্যোগে সাঁতার এবং জুডো, এই দুই ইভেন্টে অস্মিতা লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৪ এবং অনূর্ধ ১৯ বয়স ভিত্তিক দুটি বিভাগে ১৯ টি ইভেন্টে এবং জুডো প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বয়স ভিত্তিক তিনটি বিভাগে ওজন ভিত্তিক ২৪টি গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাঁতার হয়েছে রাইমা সুইমিং পুলে এবং জুডো প্রতিযোগিতা হয়েছে বাধার ঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জুডো হল-এ। সাঁতার প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিউটি সূত্রধর, শাকিরা আক্তার, পারমিতা ত্রিপুরা, গীতা দেবনাথ, নিশা সিনহা, পারমিতা মলসুম, রিয়া দেবনাথ, পূর্ণিমা দাস, সাই-এর তানিয়া দেব, আকাঙ্ক্ষা শর্মা, দ্বিবিজা লস্কর, প্রিয়াংশী লোধ উমাকান্ত সুইমিং পুলের শ্রোতা রায়, আদ্রিতা দত্ত, শ্রীময়ী পাল, জিরানিয়ার সায়ন্তিকা দে, জয়শ্রী দাস, পুরাতন আগরতলার পূর্ণিমা দাস প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার পেয়েছে। জুডো প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৭ বিভাগে ঝুমা আক্তার, রংমারী জমাতিয়া, মৃগাক্ষি সাহা, ধীরিং চাকমা, ক্রায়ানফ্রু মগ, অনূর্ধ ১৪ বিভাগে শ্রুতি দেবনাথ, তপশ্রী সরকার, পায়েল মগ, প্রিয়াঙ্কা দাস, লক্ষ্মী চাকমা, পায়েল ত্রিপুরা, উকরা জয় মগ, পোলো মগ, ম্রাচাং সৃষ্টিনা উড়াং উমাদি মগ, শ্রেয়া মজুমদার, শ্রাবন্তী দেবনাথ, ঋত্বিকা সরকার, উর্বশী দেবনাথ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ যুগ্মসিকতা পাইম মগ উপাধি কর্তা প্রবালকান্তি দেব বিপ্লব কুমার দত্ত পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার সহজে কর্তা তথা ত্রিপুরা স্কুলের ভারতী ডাক্তার ভারতী নিগম সাইয়েস্টিসি ইনচার্জ অরিন্দম গগৈ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, কোচ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর হাইপারফর্মেন্স ডিরেক্টর সূর্যকান্ত পাল সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সুপার ডিভিশনের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ আজ সংহতির বিরুদ্ধে এগিয়ে মাঠে নামবে ব্লাড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আগামীকাল (সোমবার)। লিগের শেষ ম্যাচে নির্ধারণ হবে এ বছর সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে কোনদল খেতাব জয় করবে। ওই অবস্থায় আজ মুখোমুখি হতে চলেছে শীর্ষস্থানে থাকা ব্লাডমাউথ ক্লাব এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা সংহতি ক্লাব। সংহতিকে চ্যাম্পিয়ন হতে হলে যদি বা কিন্তু-র উপর নির্ভর করতে হবে। রান রেটে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। এ অবস্থায় সংহতিকে খেতাব জিততে হলে জয় পাওয়ার পাশাপাশি নিজেদের প্রথম ব্যাট করে ৩০০ রানের উপর করতে হবে। এবং ১০০ রানের নিচে থামিয়ে দিতে হবে ব্লাডমাউথ ক্লাবকে। তা করতে পারলেই এবার সুপার ডিভিশন ঘরে তুলতে পারবে গেলোবারের ত্রি-মুকুটজয়ী সংহতি ক্লাব। নতুবা খেতাব জয় করে নেবে ব্লাড মাউথ ক্লাব। প্রথম লীগে সংহতি ৬ উইকেটে পরাজিত করেছিলো ব্লাড মাউথ ক্লাবকে। ম্যাচ যত শেষের দিকে গড়িয়েছে ততই ব্লাড মাউথের ক্রিকেটাররা ফর্মে ফেরার আভাস দিয়েছেন। ফলে ফাইনালে ফেভারিট হিসাবে এই মাঠে নামবে ব্লাড মাউথ ক্লাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। তবে ব্লাড মাউথের ক্রিকেটাররা আত্মতুষ্টিতে ভুগতে থাকলে খেসারত দিতে হবে। কারন শ্রীদাম পাল-রা মুখিয়ে রয়েছে ভালো খেলা নিয়ে। এদিকে টি আই টি মাঠে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে এবং মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে জে সি সি খেলবে হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে। ওই দুই ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ এবং জে সি সি ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে।

অনূর্ধ-২৩ : অন্বেষার নেতৃত্বে নাগপুরে গেলেন ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। অন্বেষা দাসের নেতৃত্বে নাগপুরে গেলেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ ২৩ বালিকাদের এক দিবসীয় ক্রিকেট। ওই আসরে অংশ নিতে রবিবার সন্ধ্যার বিমানে কলকাতা হয়ে নাগপুরে গেলেন অনামিকা দাস-রা। আসরে ত্রিপুরাকে নেতৃত্ব দেবেন অন্বেষা দাস। ডেপুটি সবে থাকবেন পূজা দাস। ৫-১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে আসর। বিনা প্রস্তুতিতে কার্যত-আসরে অংশ নিতে গেলেন ত্রিপুরা দল। শনিবার ক্রিকেটারদের রিপোর্ট করার কথা থাকলেও কোনো অনুশীলন হয়নি। ফলে আসরের দল কেমন খেলবে তা নিয়ে কিছুটা সন্দিহান কোচ শ্রাবণী দেবনাথ। তারপরও ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ ত্রিপুরা শ্রাবণী মনে করেন সদ্য সমাপ্ত মহিলা ক্রিকেটে ভালো খেলা ক্রিকেটারদের এই নেওয়া হয়েছে দলে। ফলে সকলেই রয়েছে খেলার মধ্যে। যা আসরে ভালো খেলতে সাহায্য করবে। নাগপুরে সোমবার এবং মঙ্গলবার দুদিন অনুশীলন সেরে নেবেন ত্রিপুরার ক্রিকেটার। আসরের ৫ মার্চ বিহার, ৭ মার্চ মধ্যপ্রদেশ, ৯ মার্চ রাজস্থান, ১১ মার্চ সিকিম এবং ১৩ মার্চ ত্রিপুরা শেষ ম্যাচ খেলবে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে। এদিন রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য করা গেছে। কোচ শ্রাবণী দেবনাথ বলেন,’পুরো দল নিয়ে যখন অনুশীলন করাতে পারিনি , তাই ম্যাচ অনুয়ায়ী আমাদের ভাবতে হবে। তবে আশাকরি মেয়েরা হতাশ করবে না। ভালো খেলবেই আসরে’। ত্রিপুরা দল: অন্বেষা দাস (অধিনায়িকা), প্রিয়াঙ্কা সাহা, নিকিতা সরকার, পূজা দাস (সহ-অধিনায়িকা), অনামিকা দাস, দেবাদ্রিতা দেব, পায়েল নম, অন্তরা দাস, মামিতা দেব, সেবিকা দাস, মেঘা সরকার, প্রিয়া ত্রিপুরা, প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া এবং তানিশা দাস। কোচ: শ্রাবণী দেবনাথ, দেবব্রত চৌধুরী, ট্রেনার: হর্ষিতা কৃষ্ণমূর্তি, ফিজিও: পাপিয়া দেবনাথ, ম্যানেজার ধীমান দেববর্মা, লজিস্টিক মেনেজার শরদিন্দু শর্মা।

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামী ৪ মার্চ, মঙ্গলবার অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এবারকার অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত দল একই দিনে চার জেলার, চার মহকুমার, চারটি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। নকআউট পর্যায়ের খেলা। বিজয়ী দল গুলোর মধ্যে সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সাত মার্চ। ধর্মনগরে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন খোয়াই খেলবে ডি গ্রুপ রানার্স অমরপুরের বিরুদ্ধে। বিলোনিয়া মাঠে বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সদর-এ খেলবে সি গ্রুপ রানার্স কৈলাশহরের বিরুদ্ধে।

মাস্টার্স লিগে ‘মাস্টার ব্লাস্টার’ শচীনের ইনিংসে মন্ত্রমুগ্ধ নেটপাড়া

সালটা ২০২৫ নাকি ২০০৫? চিন্তায় পড়ে যেতে পারেন যে কোনও ক্রিকেটভক্ত। সময়ের চাকা যেন এভাবেই পিছনে ঘুরিয়ে দিলেন শচীন তেণ্ডুলকর। ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স লিগে তাঁর ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ নেটপাড়ার বক্তব্য, ‘স্বয়ং ঈশ্বর যেন ক্রিকেট খেলতে নেমেছেন।’

অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাস্টার্স লিগের শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ভারত। শচীন ছাড়াও বিশ্বকাপজয়ী যুবরাজ সিং, সুরেশ রায়না, ইউসুফ পাঠানরা রয়েছেন ভারতের স্কোয়াডে। সেখানে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সহজেই জেতে ভারতের ‘মাস্টাররা’। কিন্তু সব নজর যে ‘মাস্টার ব্লাস্টারে’র উপর। নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে শচীন করলেন ২১ বলে ৩৪ রান। পাঁচটা চারের সঙ্গে হাঁকালেন একটি ছক্কাও।

তবে সংখ্যাটাই শেষ কথা নয়। যে ভঙ্গিতে শচীন ব্যাট করলেন, তাতে কে বলবে তাঁর বয়স ৫১। চেনা স্ট্রেট ড্রাইভ তো ছিলই, সেই সঙ্গে উপহার রইল অবিশ্বাস্য কভার ড্রাইভ। এগিয়ে এসে শটও হাঁকালেন। ফুটওয়ার্ক দেখে কে বলবে ১২ বছর আগে তিনি অবসর নিয়েছেন? দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে দেখলেন, ক্যামেরাবন্দি করলেন। ঝড় উঠল সোশাল মিডিয়াতেও। ক্রিকেটপ্রেমীরা ‘ধন্যবাদ’ জানাচ্ছেন শচীনকে।

অনেকে লিখছেন, ‘ঈশ্বর ক্রিকেট খেলতে চেয়েছেন বলে শচীন পৃথিবীতে এসেছেন।’ কেউ বলছেন, ‘৭০ বছর বয়সেও তিনি গোটা স্টেডিয়াম ভরিয়ে দিতে পারবেন।’ কিংবা নেটিজেনরা লিখছেন, ‘৫১ বছর বয়সে শচীন তেণ্ডুলকর প্রায় ২০০ স্ট্রাইক রেটে খেলছেন। নিজের সেরা সময়ে টি-টোয়েন্টি খেললে তিনি কী করতেন, সেটা ভাবেই আশ্চর্য হতে হয়। উনি শুধু ক্রিকেট খেলার জন্যই জন্মেছেন। বয়স কোনও পার্থক্যই তৈরি করতে পারেনি।’

বিতর্কে মেসি! শাস্তির সম্ভাবনা লিয়োর

নতুন বছরে মেজর লিগ সকারের প্রথম ম্যাচেই মাথা গরম করে বিতর্কের কেন্দ্রে লিয়োনেল মেসি। রেফারিকে আঙুল তুলে শাসালেন। হলুদ কার্ড দেখার পরও শান্ত হননি তিনি। প্রতিপক্ষ দলের সহকারী কোচকে ঘাড়ধাক্কা দিলেন। তাঁর এমন আচরণের সমালোচনা শুরু হয়েছে। ফুটবলপ্রেমীদের একাংশ ইন্টার মায়ামির অধিনায়কের শাস্তির দাবি করেছেন।

গত রবিবার নিউইয়র্ক সিটি এফসির মুখোমুখি হয়েছিল মেসির ইন্টার মায়ামি। শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলেন মেসিরা। মায়ামি তার সুফলও পায়। টমাস অ্যালভেসের গোলে এগিয়ে যান মেসিরা। কিন্তু গোল করার কয়েক মিনিট পরই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অ্যালভেস। ২৩ মিনিটের মাথায় ১০ জন হয়ে যাওয়ায় মেসিরা খানিকটা রক্ষণাত্মক হয়ে যান। সেই সুযোগে দু’টি গোল করে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। ম্যাচের প্রায় শেষ পর্যন্ত ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন মেসিরা। খেলা শেষ হওয়ার আগে মেসির পাস থেকে বল পেয়ে সমতা ফেরান টেলাস্কো সেগোভিয়া।

প্রায় ৮০ মিনিট ১০ জনে খেলে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লেও কিছু ক্ষণ ধরেই ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল মেসিকে। লাল কার্ড-সহ রেফারির বেশ কিছু সিদ্ধান্ত দলের বিরুদ্ধে যাওয়ায় অখুশি ছিলেন মায়ামি অধিনায়ক। খেলা শেষ হওয়ার বাঁশি বাজতেই রেফারি অ্যালেক্সিস দ্য সিলভার দিকে তেড়ে যান মেসি। আঙুল তুলে শাসান। তাঁকে বেশ উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। মুখ হাত দিয়ে ঢেকেও কিছু কথা বলেন। মেসি বার বার রেফারিকে বলেন, ‘তুমি কাপুরুষ।’

ওয়ানডেতে কোহলিই সর্বকালের সেরা বললেন পন্টিং, নাসের ও আথারটন

২০১২ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে মিরপুরে ৩৩০ রান তাড়া করে জয়ে ভারতকে উপহার দিয়েছিলেন ১৮৩ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস। একই বছর হোবার্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৮৬ বলে অপরাজিত ১৩৩। সেদিন ভারত ৩২১ রানের লক্ষ্য সফলভাবে তাড়া করে ৩৬.৪ ওভারেই। তখন থেকেই বিরাট কোহলিকে ‘চেজ মাস্টার’ ডাকা হয়। ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসেও তিনি এই নামের প্রতি সুবিচার করে যাচ্ছেন।

দুবাইয়ে গত রোববার পাকিস্তানের বিপক্ষে অপরাজিত ১০০ করে ভারতকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনালে তুলেছেন কোহলি, যা ওয়ানডে ক্যারিয়ারে তাঁর ৫১তম সেঞ্চুরি। ম্যাচটা হেসেখেলেই জিতেছে ভারত। যা একটু উত্তেজনা ছড়িয়েছিল কোহলির সেঞ্চুরি হওয়া—না হওয়ার চিন্তায়। জয়ের জন্য ভারতের দরকার যখন ২ রান, কোহলির প্রয়োজন ছিল ৪। বাউন্ডারি মেরেই তিন অঙ্ক স্পর্শ করেন এই ব্যাটিং জিনিয়াস। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইক আথারটন মনে করেন, ওয়ানডে ক্রিকেটে রান তাড়ায় কোহলির চেয়ে ভালো কেউ নেই। ইংল্যান্ডের আরেক সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন ও অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি রিকি পন্টিংয়ের চোখে, এই সংস্করণে কোহলিই সর্বকালের সেরা।আথারটন বলেছেন, ‘সত্যি বলছি, ৫০ ওভারের ক্রিকেট ইতিহাসে রান তাড়ার ক্ষেত্রে বিরাট কোহলির চেয়ে কেউ ভালো নয়। ৫১টি সেঞ্চুরি একটা অবিশ্বাস্য সংখ্যা।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে সেদিন সেঞ্চুরি করার পথে ওয়ানডেতে দ্রুততম ১৪০০০ রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন কোহলি। এ ব্যাপারে আথারটন বলেছেন, ‘সে ১৪০০০ রান পেরিয়েছে, যা ওয়ানডে ক্রিকেটে শুধু শচীন টেন্ডুলকার ও কুমার সাঙ্গাকারার ছিল। তবে এটা করতে তাকে শচীনের চেয়ে ৬০ (আসলে ৬৩) এবং কুমারের চেয়ে ৯০ (আসলে ৯১) ইনিংস কম খেলতে হয়েছে। তাই আমার মনে হয়, ওয়ানডেতেই সে সবচেয়ে ভালো।’

নাসের হুসেইনের মতে, ওয়ানডেতে কোহলি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন, ‘সে একজন অবিশ্বাস্য খেলোয়াড়। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বলতেই হবে, ওয়ানডেতে সে-ই সর্বকালের সেরা। এই আলোচনায় টেন্ডুলকার, কুমার (সাঙ্গাকারা), এবি ডি ভিলিয়ার্সের নাম আসবে। তারা সবাই বড় মাপের খেলোয়াড়; কিন্তু কোহলির অবস্থান সবার ওপরে।’

আইসিসি রিভিউয়ে কোহলিকে নিয়ে রিকি পন্টিং বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না ৫০ ওভারের ক্রিকেটে বিরাট কোহলির চেয়ে ভালো খেলোয়াড় দেখেছি। (ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায়) সে আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। তার সামনে এখন মাত্র দুজন ব্যাটসম্যান। আমি নিশ্চিত, লোকে যেন তাকে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রাহক হিসেবে মনে রাখে, সেটার জন্য সে সম্ভাব্য সবকিছু করতে চাইবে।’

ভারতের কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণে হতাশ ইমরান

ভারতের বিরুদ্ধে সম্মানের যুদ্ধে হার। পরপর দুই ম্যাচ হেরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকেও বিদায়। পাকিস্তানের এমন জঘন্য পারফরম্যান্সে চূড়ান্ত হতাশ ইমরান খান। বিশ্বকাপজয়ী পাক অধিনায়কের কথায়, ক্রিকেটকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন পাক বোর্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছিল পাকিস্তান। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে মহারণ শুধু সম্মানের লড়াই ছিল না, ছিল নিজেদের টিকিয়ে রাখারও। কিন্তু সেখানে ৬ উইকেটে ম্যাচ হারে রিজওয়ানরা। সেমিফাইনালে যাওয়ার যেটুকু আশাভরসা ছিল, তাও ভেসে যায় নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে হারিয়ে দেওয়ায়। ফলে ২৯ বছর পর আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজন করে, মাত্র ২টো ম্যাচেই স্বপ্নভঙ্গ পাকিস্তানের।

ক্রিকেট টিমের এমন পারফরম্যান্সে পাক জনতার মতোই হতাশ প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরানও। রাওয়ালপিণ্ডির জেলে বন্দি থাকলেও ভারত-পাক ম্যাচ দেখতে টিভির সামনে বসেছিলেন। কিন্তু দিনের শেষে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের প্রাপ্তি কেবল হতাশাই। মঙ্গলবার জেলে গিয়ে ইমরানের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর বোন আলিমা খান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, “পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা ভারতের কাছে হারের পর অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন।”

জেলে বন্দি থাকলেও পাক ক্রিকেট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তিনি। তাই বোর্ড সচিব নকভিকে ‘কাপ্তানে’র তোপ, ‘‘স্বজনপোষণ করা লোকজনদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিলে পাক ক্রিকেট ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাবে।’’ উল্লেখ্য, বর্তমানে পাক বোর্ডের কর্তা নকভি আবার দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। তাঁর বিরুদ্ধেই নাম না করে তোপ দেগেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হতশ্রী হারের পর নড়েচড়ে বসেছে পিসিবি। শোনা যাচ্ছে, চাকরি যেতে পারে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ আকিব জাভেদের। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেট ভক্তদের প্রশ্ন, কর্মকর্তারা কি ব্যর্থতার দায় নেবেন না? আইপিএল। যা শেষ হবে ২৫ মে। আর ২০ জুন থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ হবে ইংল্যান্ডের মাঠে। তাই আইপিএলের মাঝেই লাল বলের অনুশীলন চাইছে বোর্ড।

অ্যাথলিটদের দাবি পূরণের চেষ্টাই নেই! IOA থেকে ইস্তফা মেরির, নিশানায় পিটি ঊষা?

ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন মেরি কম। রবিবার পদত্যাগের বার্তা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে বক্সিং কিংবদন্তি কেন পদত্যাগ করলেন, তার কারণ স্পষ্ট করে জানাননি।ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার অ্যাথলিটদের কমিশনের প্রধান ছিলেন মেরি কম। এছাড়া ক্রীড়া বিভাগের কার্যকরী কমিটিতেও ছিলেন তিনি। দুটি পদ থেকেই সরে দাঁড়িয়েছেন ২০১২ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী অ্যাথলিটদের কমিশনের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তিনি বিদায়ী বার্তা জানিয়েছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থায় খুব ভালো সময় কাটিয়েছি। যা আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, অলিম্পিক সংস্থার দায়িত্ব এবার ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি পদত্যাগ করছি। সকলের জন্য শুভেচ্ছা।’ কিন্তু কেন তিনি পদত্যাগ করলেন, তার কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা রয়েছে। মেরি কম কোনও পদত্যাগ পত্রও পাঠাননি। ফলে আপাতত অপেক্ষা করছে অলিম্পিক সংস্থা। তারপরই বাকি সিদ্ধান্ত নেবে। এই কমিশনে শরথ কমল, গগন নারাং, পিভি সিন্ধু, রানি রামপালের মতো একাধিক তারকারা রয়েছেন। অভিনব বিন্দ্রাও ছিলেন এই সংগঠনে। ২০২২ সালে পিটি ঊষা ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রধান হওয়ার পর দশজনের এই কমিশন গঠন করা হয়েছিল। মূলত অ্যাথলিটদের হয়ে কথা বলার দায়িত্ব এই কমিশনের।তবে ঘটনা হচ্ছে, অলিম্পিক সংস্থার অ্যাথলিটদের সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই নিষ্ক্রিয়। প্রথম দিকে কয়েকটি বৈঠক হলেও পরে তার কাজ কমতে থাকে। অভিনব বিন্দ্রা এই নিয়ে একাধিকবার কথা বলেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে পিটি ঊষার সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের মতান্তরের খবর প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে এই কমিশনের এই গুরুত্ব আরও কমেছে। সেটাই কি মেরি কমের পদত্যাগের কারণ? উঠছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, অলিম্পিকের আগে শেফ দ্য মিশনের দায়িত্বও ছেড়েছিলেন তিনি।

রঞ্জি সেমিফাইনালে চাপে রাহানের মুম্বই, প্রথম দিনেই ৩০৮ বিদর্ভের, গুজরাতের বিরুদ্ধে কেরল ২০৬/৪

রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালের প্রথম দিনই মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ভাল জায়গায় বিদর্ভ। অক্ষয় ওয়াদকরের দলের রান ৫ উইকেটে ৩০৮। বিদর্ভের ব্যাটারদের দাপটে কিছুটা হলেও চাপে অজিঙ্ক রাহানেরা। আর একটি সেমিফাইনালে গুজরাতের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে কেরলের রান ৪ উইকেটে ২০৬।টস জিতে নাগপুরের ২২ গজে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন বিদর্ভের অধিনায়ক। ওপেনার অথর্ব তাইদে (৪) দ্রুত আউট হলেও অন্য ব্যাটারেরা পরিস্থিতি সামলে দেন। অন্য ওপেনার ধ্রুব শোরে করেন ৭৪ রান। তিন নম্বরে নামা পার্থ রেখাড়ে (২৩) বড় রান না পেলেও চার নম্বরে নামা দানিশ মালেওয়ার খেলেন ৭৯ রানের ইনিংস। ভাল শুরু করেও অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেন অভিজ্ঞ করুণ নায়ার। পাঁচ নম্বরে নেমে করলেন ৪৫। দিনের শেষে যশ রাঠোর ৪৭ এবং ওয়াদকর ১৩ রানে অপরাজিত আছেন।মুম্বইয়ের হয়ে ভাল বল করলেন শামস মুলানি। ৪৪ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তবে সফলতম বোলার শিবম দুবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য রিজার্ভ হিসাবে থাকা অলরাউন্ডার ২ উইকেট নিলেন ৩৫ রান খরচ করে। ২৬ রানে ১ উইকেট রোস্টন ডায়াসের।অন্য দিকে, ভাল জায়গায় কেরলও। অহমদাবাদেও টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন কেরল অধিনায়ক সচিন বেবি। দুই ওপেনার অক্ষয় চন্দ্রন এবং রোহন কুন্নুমাল ৩০ রান করে করেন। তবে ব্যর্থ তিন নম্বরে নামা বরুণ নায়নার (১০)। দিনের শেষে অধিনায়ক বেবি ৬৯ রানে এবং উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মহম্মদ আজহারউদ্দিন ৩০ রান করে অপরাজিত আছেন।

পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নামা জলজ সাক্সেনাও করেছেন ৩০।গুজরাতের বোলারদের মধ্যে রবি বিশ্নোই ৩৩ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। ৩৩ রান খরচ করে ১ উইকেট প্রিয়জিৎ সিংহ জাডেজার। ৩৯ রানে ১ উইকেট আরজান নাগাসওয়াল্লার।

বিলোনীয়া পুর পরিষদের কাজ দেখলেন এশিয়ান ডেভেলাম্যান্ট ব্যাঙ্কের সদসরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২ মার্চ।। বিলোনিয়া শহরকে আরো উন্নত করতে কাজ করে চলছে বিলোনিয়া পুর পরিষদ ও বিভিন্ন পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত। পুর পরিষদের পাশাপাশি বিলোনিয়া পুর পরিষদের বোর্ড কাজ করে চলছে শহরের পয়প্রণালী থেকে শুরু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মানুষের বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ এবং মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা করে চলছে এই পুর বোর্ড।

পুর পরিষদের অন্তর্গত সমস্ত নাগরিকের স্বচ্ছ ও আয়রনমুক্ত পাণীয় জল নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে চলছে। বর্তমানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এবং ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্টের পরিকল্পনা অনুসারে বিলোনিয়া শহরে পাঁচটি আয়রন রিমুভ্যাল প্লান্ট সহ ডিপ টিউবওয়েল এর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং পাশাপাশি দুটি ওভারহেড ট্যাংকের কাজ চলছে।

আজ এই কাজ পরিদর্শনে আসেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। যার মধ্যে রয়েছে জাপানের প্রতিনিধিরাও। এই প্রতিনিধি দলের সাথে রয়েছে রাজ্যের টুডার প্রতিনিধিগন। প্রতিনিধি দলটি বিলোনিয়া শহরের প্রস্তাবিত ডিপ টিউবওয়েল এবং আয়রন রিমুভ্যাল প্লেন্টগুলি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন তোমো ওয়েডা(প্রিন্সিপাল আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, এডিবি), বিভাস কুমার(সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার আরবান(এডিবি),মিহির কান্তি গোপ (চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইউ ডিডি এবং প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, টিইউটিডিপি প্রজেক্ট) সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

মূলত এই ডিপ টিউবয়েল গুলি হচ্ছে ১০০০০ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সাথে ৩০০ কিলো লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন আয়রন রিমুভ্যাল প্লান্ট, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে এই প্রকল্প গুলি রূপায়নের জন্য মোট ৫৩ কোটি টাকা ব্যায় করা হবে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ত্রিপুরা রাজ্য আরবান প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্ট দফতরের মুখ্য বাস্তুকার মিহির কান্তি গোপ তিনি জানান এই প্রকল্প গুলি সম্পন্ন করতে সময় ধরা হয়েছে তিন বছর তবে আশাবাদী দু"বছর ছয় মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ গুলি সম্পন্ন হবে, তিনি আরো বলেন ত্রিপুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শহর গুলি উন্নয়নে বিদ্যুতায়ন থেকে পানীয় জল সবকিছুতেই সহযোগিতা করছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই কাজগুলি চলছে। বিলোনিয়া শহরে আরো ড্রেন এবং রাস্তার কাজ হবে বলে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায়,তিনি বলেন পানীয় জলের জন্য পুরোনো পাইপলাইন গুলি সরিয়ে নতুন পাইপলাইন বসানো হবে পাশাপাশি আরো প্রায় ২৫ কিলোমিটার নতুন পাইপলাইন সংযোগ করা হবে। প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ বলেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় যে কাজগুলি হচ্ছে সেগুলি আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি হচ্ছে।

রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের পাথরের সুড়কি ব্যবহারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ মার্চ।। করবুক ব্লকের অধীনস্থ নিউ গোমতী ভিলেজে সিসি রাস্তা নির্মাণের কাজ চলাকালীন সময়ে অতি নিম্নমানের পাথরের সুড়কি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগের তীর গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অমরপুর ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার সহ সংশ্লিষ্ট রাস্তা নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত আরডি দপ্তরের প্রকৌশলী তথা ইমপ্লিমেন্টিং অফিসারের বিরুদ্ধে।

স্থানীয়দের থেকে জানা যায়, নির্মাণ কাজের সময় ব্যবহৃত পাথরের সুড়কি ও ডাস্টের মান অত্যন্ত নিম্নমানের, যার কারণে রাস্তার নির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়েই রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ভিলেজবাসী এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রের রিয়াং শরনার্থীরা এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ। তাদের দাবি, বাতিলযোগ্য পাথরের সুড়কি ব্যবহার করেই কংক্রিটের ঢালাইয়ের সিসি রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে, যা নির্মাণের পর সড়কটির স্থায়িত্ব নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি করছে।

এই পরিস্থিতিতে, ইতিমধ্যেই বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোচরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অমরপুর ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার ফোনে জানান, পাথরের সুড়কির সাপ্লাইয়ারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নিম্নমানের পাথরের জন্য পেমেন্ট করা হবে না এবং বাতিল করা পাথরের সুড়কি সরিয়ে নেওয়ার জন্য সাপ্লাইয়ারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, বাতিল পাথরের সুড়কি এখনও রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে নিউ গোমতী ভিলেজের বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা দাবী করেছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে সিসি রাস্তার সঠিক নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষা পায়।

আজকের দিনে দ্বিতীয়বারের মতো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার, দিনটি নস্টালজিক: মুখ্যমন্ত্রী

ফাইল ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। ২রা মার্চ ২০২৩ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের জন্য জয়ী হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। দিনটি যথেষ্ট নস্টালজিক বলে বর্ণনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। তিনি বলেন, আজকের দিনেই বিজেপি সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অনেকেই অনেক কথা বলেছিলেন। বিজেপি সরকার আর ক্ষমতায় আসবে না। কারন বাম ও কংগ্রেস একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাদের মিলনকে মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে কারণ বিজেপির উপরই মানুষ আস্থা রেখেছে। ২০২৩ সালের ৮ই মার্চ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। এদিন থেকে সামনে রেখে সরকারিভাবে এবং দলীয়ভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরাও, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয়বারের জন্য বিজেপির উপর আস্থা রাখায় রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

ত্রিপুরা গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের খোয়াইস্থিত সিএনজি স্টেশন থেকে গ্যাস প্রদান বন্ধ, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ মার্চ।। ত্রিপুরা গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের খোয়াইস্থিত সিএনজি স্টেশন থেকে গ্যাস প্রদান বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন সিএনজি চালিত যানচালক। জানা গেছে মেশিন বিকল থাকার কারণেই এই দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। খোয়াই কমলপুর কৈলাসহর ধর্মনগরের একমাত্র ভরসা ত্রিপুরা গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের খোয়াই এর সিএনজি স্টেশন। এই সিএনজি স্টেশনের মাধ্যমে সিএনজি চালিত গাড়ি গুলি সিএনজি নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে গত ২৮ তারিখ থেকে মেশিন বিকল হওয়াতে গ্যাস প্রদান করছে না খোয়াই সিএনজি স্টেশন। ফলে একদিকে যেমন যান চালকরা দুর্ভোগে পড়েছেন তেমনি সিএনজি পরিচালিত গাড়িগুলো রাস্তায় চলাচল কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সেন্ট্রাল বোর্ড এবং ত্রিপুরা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা। এই বিষয়টি নিয়ে খোয়াই সিএনজি স্টেশনের ইনচার্জ সঞ্জয় কুমার দাস কে স্টেশনে না পেয়ে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান খুব দ্রুত মেশিনের মেরামত করে পুনরায় সিএনজি প্রদান করা হবে। তবে সিএনজি চালিত গাড়ির চালকরা জানায় খোয়াই স্টেশনের মেশিন সবসময়ই সমস্যা থাকে। তাই বৃহৎ অংশের কথা চিন্তা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আবেদন জানানো হয় ।

দুটি পৃথক অভিযানে চারজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং পাঁচ ভারতীয় নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। দুটি পৃথক অভিযানে সীমান্তে চারজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং পাঁচ ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়েছে। রবিবার আনুমানিক ৪টা ৩০ মিনিটে, ধনিয়াবাড়ি থেকে ৪ জন বাংলাদেশী নাগরিকের অনুপ্রবেশের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, দুজন মহিলা এবং দুজন পুরুষকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর, দুই পুরুষ নিজেকে বাংলাদেশী এবং দুই মহিলা নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলে পরিচয় দিয়েছে।

দুই ভারতীয় মহিলারা হলেন দাদুনি চাকমা এবং নন্দিনী চাকমা। তারা দক্ষিণ ত্রিপুরার নূতন বাজারের বাসিন্দা।

বিমল চাকমা এবং সুশীল চাকমা বাংলাদেশের খাগড়াছড়ির বাসিন্দা।

অন্য অভিযানে, বিওপি ডাইক ঝজ্জজ্জজ্জ এলাকায় আনুমানিক ৫টা ৩০ মিনিটে, সীমান্তরক্ষী টহল দল পাঁচজন ব্যক্তির অস্বাভাবিক চলাচল লক্ষ্য করে এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার সময় তাদের আটক করে। পরে তাদের মধ্যে দুজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং বাকিরা ভারতীয় বলে শনাক্ত করা হয়। ধৃত ব্যক্তিরা হলেন মংক্রাজাই মারমা, বৃষামনি চাকমা। তারা দুজনেই বাংলাদেশের খাগড়াছড়ির বাসিন্দা। এছাড়া পুন্নলাল চাকমা, টুইংনু মগ এবং স্কিরো চাকমা ধলাইয়ের গন্ডাছড়ার বাসিন্দা। তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

কুমারঘাটে ধর মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২ মার্চ।। কুমারঘাটের ধর মার্কেটে গতকাল রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয়দের থেকে জানা যায়, ব্যবসায়ী নীলমণি দেবের ফার্নিচারের গোডাউনে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসী।

এ সময় আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। আগুনের তীব্রতায় গোডাউনের বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে কুমারঘাট এবং কাঞ্চনবাড়ি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা যৌথভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয়রা ধারণা করছেন, যদি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনতেন, তবে ক্ষতির পরিমাণ আরো অনেক বেশি হতে পারতো।

রবিবার কুদুসে আয়োজিত ইন্ডিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেট দল জয় লাভ করে।

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির মহিলাদের উদ্যোগে পথসভা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির মহিলাদের উদ্যোগে রবিবার আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনিতে এক পথসভা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই পথসভা থেকে নারী সংক্রান্ত অপরাধের নিন্দা জানানো হয়।

আগামী ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিবসটি প্রতিবছরই গোটা বিশ্বে নানা অনুষ্ঠানের সহিত পালন করা হয়। আর এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির মহিলা সাব কমিটির আহ্বানে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এক সভা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে নারীদের অধিকার স্থাপন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি নানা সংস্কৃতি অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন টিইসিসি- র সাধারণ সম্পাদক মহুয়া রায় সহ অন্যান্যরা। এক সাক্ষাৎকারে সাধারণ সম্পাদক বলেন, স্বাধীনতা ৭৭ বছরে নারীরা শোষিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করার পরেও নির্ভয়া ও বিলকিস বানুর মতো জঘন্য অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে।

মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ মার্চ।। ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ওপেন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। রবিবার, উদয়পুরের চন্দ্রপুর এলাকায় মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি পূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, ঋষিরাজ মহারাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পনসরিং বডির চেয়ারম্যান হেমন্ত গোয়েল সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এদিন বলেন, এই প্রকল্প শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। বিশেষভাবে, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা আরও সহজলভ্য ও সুপ্রসারিত হবে, যা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন সুযোগের পথ খুলে দেবে।

পূণ্যভূমি 'মাতাবাড়ি' বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চন্দ্রপুর কলোনিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, এটি রাজ্যের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

খেলো ধর্মনগর সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ মার্চ।। এক অনবদ্য আয়োজন ধর্মনগর পৌর পরিষদের উদ্যোগে এবং রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের অনুপ্রেরণায় ২০২৩ সাল থেকে শুরু হয়েছিল 'খেলো ধর্মনগর'এক বহুমাত্রিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যা এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো।

ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়, ডিগ্রি কলেজ, সামাজিক সংস্থা ও ক্লাবের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবারের আসর আরও বৃহৎ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।এই বছরের 'খেলো ধর্মনগর' প্রতিযোগিতায় ৪৩টি ভিন্ন ভিন্ন খেলাধুলার ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ হাজারেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী, সামাজিক সংস্থার সদস্য, ক্লাবের খেলোয়াড়, গৃহিণী এবং সাধারণ নাগরিকরা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য ছিলযুবসমাজকে মোবাইল আসক্তি ও অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবণতা থেকে দূরে রেখে ক্রীড়াচর্চার প্রতি আকৃষ্ট করা এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি করা।সমাপ্তি অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে, আজ সকালে ধর্মনগর অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনের সামনে থেকে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা এতে অংশগ্রহণ করেন, যা দর্শকদের মন মাতিয়ে তোলে।

এরপর, সকাল ১১টায় ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী দাস সেন, পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা ধর্মনগর মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, ধর্মনগর বিধায়ক ও রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, পৌর পরিষদের সমস্ত কাউন্সিলর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্লাব ও সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা, অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীরা উঅনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববন্ধু সেন, যিনি এই উদ্যোগকে সফল করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিধায়ক তহবিল থেকে নয় লক্ষ টাকা অনুদান দেন, যা খেলোয়াড়দের পুরস্কার ও প্রাইজমানির জন্য ব্যবহৃত হয়।বিশেষভাবে, ধর্মনগরের কৃতী খেলোয়াড় সপ্তপর্ণা ভট্টাচার্যকে সম্মানিত করা হয়। তিনি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মার্শাল আর্টে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। বিশ্ববন্ধু সেন তাঁর হাতে পাঁচ হাজার টাকার চেক ও একটি মেমেন্টো তুলে দেন, যা মুহূর্তটিকে আরও স্মরণীয় করে তোলে।

এরপর একে একে প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের হাতে অর্থ পুরস্কার ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।খেলো ধর্মনগর' শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলন। বর্তমান প্রজন্মকে মোবাইল ও বিভিন্ন আসক্তি থেকে দূরে রেখে সুস্থ ও সক্রিয় জীবনধারার দিকে ফিরিয়ে আনাই এর মূল উদ্দেশ্য। দেড় মাসব্যাপী প্রতিযোগিতাটি ধর্মনগরের প্রাণকেন্দ্রে বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রতিদিন প্রচুর দর্শক উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেছেন।বিশেষভাবে দাবা প্রতিযোগিতাটি ছিল সর্বত্র থেকে প্রতিযোগীদের আকৃষ্ট করার মতো একটি ব্যতিক্রমী আয়োজন। এতে শুধুমাত্র ধর্মনগর নয়, সমগ্র ত্রিপুরা থেকেও খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন।বিশ্ববন্ধু সেন আশ্বাস দিয়েছেন যে, আগামী দিনে এই প্রতিযোগিতাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রতনমনি সেবা সদনে শিশু সঙ্গম বার্ষিক উৎসবে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ কাঞ্চনপুর মহকুমার আনন্দবাজারের সাধক রতনমনি সেবা সদন আয়োজিত শিশু সঙ্গম বার্ষিক উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ''সাধক রতনমনি সেবা সদন'' একটি সামাজিক সংস্থা। ১৯৯২ সাল থেকে আনন্দবাজার এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে এই সংস্থা কাজ করছে। বর্তমানে এই সামাজিক সংস্থার অধীনে ৩টা বিদ্যালয়, ৪টি ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল রয়েছে। যাতে প্রায় ১ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। রাজ্যপাল আরও বলেন, এই সামাজিক সংস্থার কর্মকান্ড সমাজের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব, সংস্কৃতির বিকাশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া।

বলাই গোস্বামীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ।। আজ জ্যাকসন গেট সংলগ্ন টিজিইএফ কনফারেন্স হলে অল ত্রিপুরা উইভাস এন্ড আর্টিজেন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা সভাধিপতি প্রয়াত বলাই গোস্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, টিআরটিসির ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায় সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরা। এ দিন প্রয়াত বলাই গোস্বামীর অবদান ও জীবন সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas